HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – বাণিজ্য

টপিক – ০১ বাণিজ্যের প্রকৃতি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটন

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: বাণিজ্যের প্রকৃতি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটন
টপিক ০২: বিশ্বের সর্বোচ্চ রপ্তানিকারক দেশ ও রপ্তানি পণ্য: চীন, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি
টপিক ০৩: বিশ্বের সর্বোচ্চ রপ্তানিকারক দেশ ও রপ্তানি পণ্য: নেদারল্যান্ড, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও ফ্রান্স
টপিক ০৪: বাংলাদেশের বাণিজ্যের প্রকৃতি
টপিক ০৫: বাংলাদেশের সাথে আমদানি ও রপ্তানিকারক প্রধান কয়েকটি দেশের বাণিজ্য সম্পর্ক
টপিক ০৬: চীনের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্পর্ক
টপিক ০৭: জাপানের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্পর্ক
টপিক ০৮: দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্পর্ক
টপিক ০৯: যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্পর্ক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ১০: বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে অপ্রচলিত পণ্য ও জনশক্তি রপ্তানি
টপিক ১১: বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির গুরুত্ব
টপিক ১২: বৈদেশিক বাণিজ্যভুক্ত দেশে বাংলাদেশের বাণিজ্যের সুবিধা
টপিক ১৩: বৈদেশিক বাণিজ্যভুক্ত দেশে বাংলাদেশের বাণিজ্যের অসুবিধা
টপিক ১৪: বাংলাদেশের জনশক্তি আমদানিকারক প্রধান দেশসমূহের জনশক্তি চাহিদার বিবেচ্য বিষয়সমূহ
টপিক ১৫: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

বাণিজ্যের প্রকৃতি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাণিজ্যের প্রকৃতি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটন

যখন কোনো দেশ তার ভৌগোলিক সীমারেখার বাইরে অবস্থিত এক বা একাধিক দেশের সাথে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকার্যের আদান প্রদান করে তখন তাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে। আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ (যেমন- শ্রমের যোগানের আনুকূল্যে গড়ে ওঠা বাংলাদেশের পোশাকশিল্প) ও ভৌগোলিক বিশেষীকরণই (Geographic Factors) হচ্ছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মূল ভিত্তি। ভৌগোলিক বিশেষীকরণের (ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, বৃষ্টিপাত, প্রভৃতি পার্থক্যের কারণে কোনো বিশেষ দেশ বা রাষ্ট্র বিশেষ দ্রব্য উৎপাদনে আপেক্ষিক সুবিধা লাভ করে। যেমন- বাংলাদেশে পাটশিল্প) ওপর ভিত্তি করেই মূলত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য গড়ে উঠেছে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির বাণিজ্য গড়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক সময়ে বাণিজ্যের প্রকৃতি ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী আমেরিকান নেতৃত্বে পুঁজিবাদ এবং চীন ও রাশিয়ার নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির যে বিকাশ তার গতিধারা অধুনা একেবারেই পাল্টে গিয়েছে। চীন, রাশিয়া, ভারত এখন বিশ্ববাজারে বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণে আগ্রহী এবং অনেক ক্ষেত্রেই সফল। বরং বলা হচ্ছে চীন অচিরেই বিশ্ব বাণিজ্যের শীর্ষ স্থান অধিকার করবে।

বাণিজ্যের প্রকৃতি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটন

আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে পুঁজি ও বাণিজ্য নতুন যুগের সূচনা করেছে। ইতোমধ্যে, এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল (চীন, জাপান, কানাডা) অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসেবে অধিক গতিশীল অবস্থানে পৌঁছে গিয়েছে। এশিয়া এখন বিশ্ববাণিজ্যে ঈর্ষণীয় অবস্থানে পৌছেছে। এর বেশ কিছু দেশ (জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ভারত) টেলিভিশন, কম্পিউটার, ব্যক্তিগত গাড়ি এবং ইলেক্ট্রনিক্স পণ্য কম খরচে তৈরি করা শুরু করেছে। তারা নতুন সম্প্রসারিত বাজারব্যবস্থা থেকে অধিক লাভ আশা করছে।

ইউরোপের বাণিজ্য প্রকৃতি এশিয়া থেকে ভিন্ন। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো পুনরায় নির্মাণ করা যায় এরূপ পণ্য (যেমন-পোল্যান্ডের ফার্নিচার সামগ্রী; দরজা, জানালা ইত্যাদি) বাইরের দেশগুলোতে রপ্তানি করে থাকে। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো মনে করে বিশ্বের অন্যান্য এলাকা থেকে তাদের পণ্য ও সেবাসমূহের মান উন্নত ও চাহিদাসম্পন্ন। ইউরোপের যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ইতালি, স্পেন ইত্যাদি দেশগুলো নতুন ভোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে আধুনিক গৃহসামগ্রী, ভবন ও নির্মাণ উপকরণ এবং তথ্য-প্রযুক্তির ক্রেতা সৃষ্টি করছে। তবে বিশ্বের প্রায় সব দেশই বর্তমান বাজার অর্থনীতিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধা বা সুফল নিজের অনুকূলে রাখতে বিভিন্ন সংগঠনে যোগদান করছে, সেই সাথে নিত্য নতুন চুক্তিও সম্পাদন করছে। যেমন-

ইউরোপীয় অবাধ বাণিজ্য সংঘ (European Free Trade Association or EFTA)

১৯৬০ সালে যুক্তরাজ্য উদ্যোগী হয়ে অস্ট্রিয়া, ডেনমার্ক, নরওয়ে, পর্তুগাল, সুইডেন ও সুইজারল্যান্ডকে নিয়ে নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নতি ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের জন্য স্টকহোমে ইউরোপীয় অবাধ বাণিজ্য সংঘ (EFTA) গঠন করে। পরবর্তীতে বেশ কয়েকটি দেশ এ সংস্থা ত্যাগ করে। যেমন- ১৯৭২ সালে ডেনমার্ক ও যুক্তরাজ্য এবং ১৯৮৫ সালে, পর্তুগাল। ১৯৯৫ সালে অস্ট্রিয়া, ফিনল্যান্ড (যোগদান ১৯৮৬ সালে) এবং সুইডেন এ সংস্থা ত্যাগ করে। অন্যদিকে ১৯৭০ সালে আইসল্যান্ড এবং ১৯৯১ সালে লিচেনস্টাইন পূর্ণ সদস্যরূপে এই সংঘে যোগদান করে। বর্তমানে সংস্থাটির সদস্যদেশ ৪টি; যথা- আইসল্যান্ড, নরওয়ে, সুইজারল্যান্ড এবং লিচেনস্টাইন। ইউরোপীয় অবাধ বাণিজ্য সংঘের সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অবস্থিত।

EFTA এর উদ্দেশ্য হলো-(১) সদস্য দেশগুলোর মধ্যে শুল্কবিহীন অবাধ বাণিজ্য সম্পাদন করা; (২) পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলোকে একটি বাজারে পরিণত করার জন্য সাহায্য করা; এবং (৩) বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতিসাধন করা।

বাণিজ্যের প্রকৃতি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটন

উত্তর আমেরিকা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (North America Free Trade Agreement or NAFTA): কানাডা, মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্র ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৯২ সালে বাণিজ্য ও পরিবেশ-সংক্রান্ত যে চুক্তি সম্পাদন করে, তার নাম উত্তর আমেরিকা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি। এই চুক্তি অনুসারে ১৯৯৪ সালে ১ জানুয়ারি থেকে পরবর্তী ১৫ বছরের মধ্যে আলোচ্য তিন দেশের মধ্যে পণ্য ও পরিসেবা বিষয়ক যাবতীয় বিধিনিষেধ পুরোপুরি তুলে নেওয়া হবে। বর্তমানে এ চুক্তির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। ২০১৭ সালের এপ্রিলে আমেরিকা এ চুক্তির ধারাগুলোর সংস্করণে আলোচনার দাবি করে। এমন কী তারা এ চুক্তি থেকে সরেও আসতে পারে।

পেট্রোলিয়াম রপ্তানিকারক দেশসমূহের সংগঠন 'ওপেক' (Organization of Petroleum Exporting Countries or OPEC): মূলত আরব রাষ্ট্রগুলো (ইরান, ইরাক, কুয়েত, সৌদি আরব, ভেনেজুয়েলা) নিয়ে ১৯৬০ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর এই সংগঠন গঠিত হয়। বর্তমানে এর সদস্যসংখ্যা-১৩। যথা- সৌদি আরব, ইরান, ইরাক, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত, লিবিয়া, আলজেরিয়া, নাইজেরিয়া, ভেনেজুয়েলা, কাতার, অ্যাঙ্গোলা, নিরক্ষীয় গিনি ও গ্যাবন।

এই সংস্থার উদ্দেশ্য হলো: (ক) খনিজ তেল সংক্রান্ত বাণিজ্য নীতি প্রণয়ন; (খ) সদস্য দেশগুলোর মধ্যে খনিজ তেল উত্তোলন নীতির সমন্বয় সাধন; এবং (গ) তৈল সংক্রান্ত স্বার্থ সুরক্ষা।

বাণিজ্যের প্রকৃতি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটন

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের সংগঠন বা আসিয়ান (Association of South East Asian Nations or ASEAN): দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার পাঁচটি দেশ সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড ও ফিলিপিন অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যিক উন্নতির স্বার্থে ১৯৬৭ সালে ব্যাংককে এই আঞ্চলিক সংস্থা গঠন করে। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা দশটি এবং পর্যবেক্ষক ২টি (পূর্ব তিমুর ও পাপুয়া নিউগিনি)।। যথা- বুনেই, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, লাওস, মালয়েশিয়া, মিয়ানমার, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটন; অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তার কারণে আন্তঃনির্ভরশীল বিশ্বে বাণিজ্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। কোনো দেশই সম্পূর্ণভাবে স্বনির্ভর নয় এবং অন্যান্য দেশের ওপর বিভিন্ন পণ্য প্রাপ্তির জন্য নির্ভর করতে হয়। উৎপাদিত অতিরিক্ত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ঘটে এবং এতে ভোক্তাও তার পছন্দের পণ্য ও সেবা পেয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটনের প্রকৃতি নিম্নে আলোচনা করা হলো:

বাণিজ্যের প্রকৃতি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটন

১. প্রাকৃতিক সম্পদের বিভিন্নতা: পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও ভৌগোলিক পরিবেশের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগিয়ে কোনো দেশ কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনে বেশি দক্ষ। আবার কোনো দেশ শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনে বেশি দক্ষ। ফলে উভয় দেশের পণ্যের বিনিময় ঘটে অর্থাৎ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটিত হয়।

২. বাণিজ্যের ক্ষেত্র: আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিভিন্ন সার্বভৌম দেশের মধ্যে সংঘটিত হয়। আর অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সংঘটিত হয়। তাই বলা যায়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্র ব্যাপক ও বিস্তৃত।

৩. উপাদানের গতিশীলতা: উৎপাদনের উপাদানসমূহ; যেমন- শ্রম, মূলধন, উদ্যোক্তা ইত্যাদি বাণিজ্য সংঘটনে ভূমিকা রাখে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে ভৌগোলিক দূরত্ব, ভাষাগত পার্থক্য, সামাজিক রীতিনীতির পার্থক্য, যাতায়াত ইত্যাদি কারণে উৎপাদনের উপাদানসমূহের গতিশীলতা ভিন্ন হয়। ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটিত হয়।

বাণিজ্যের প্রকৃতি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটন

৪. পৃথক বাজার ব্যবস্থা: বিভিন্ন দেশের ক্রেতাদের রুচি, পছন্দ, অভ্যাস, ভাষা ইত্যাদির মধ্যে পার্থক্য থাকায় বিভিন্ন দেশের বাজারের মধ্যেও পার্থক্য দেখা যায়। ফলে একে অপরের বাজারব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উদ্ভব হয়।

৫. পৃথক মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থা: পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই পৃথক মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থা রয়েছে। সকল দেশে একই মুদ্রা ব্যবহৃত হয় না। এজন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রতিটি দেশ অধিক লাভের আশায় বাণিজ্য শর্ত প্রয়োগ করে এবং তা নিজের অনুকূলে রাখতে চায়। যখন উভয় দেশ একটি শর্তে রাজি হয় তখনই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটিত হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – বাণিজ্য

টপিক – ০২ বিশ্বের সর্বোচ্চ রপ্তানিকারক দেশ ও রপ্তানি পণ্য: চীন, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি

বিশ্বের সর্বোচ্চ রপ্তানিকারক দেশ ও রপ্তানি পণ্য: চীন, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বিশ্বের সর্বোচ্চ রপ্তানিকারক দেশ ও রপ্তানি পণ্য: চীন, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি

একটি দেশের বাইরে পণ্য ও সেবাসমূহের স্থানান্তরকে রপ্তানি বলে। বিক্রয়কারী যখন তার দেশের পণ্য অর্থের বিনিময়ে বিদেশে প্রেরণ করে তখন সেটিকে রপ্তানিকারী বা রপ্তানিকারক দেশ বলে। অর্থাৎ একটি দেশ তার অভ্যন্তরে উৎপাদিত পণ্য বিদেশি চাহিদার কারণে এবং অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে সেখানে প্রেরণ করলে তাকে রপ্তানি বলে। বর্তমানে (২০২৪) সর্বোচ্চ রপ্তানিকারক দেশগুলোর মধ্যে প্রথম হচ্ছে চীন, দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রপ্তানিকারক দেশ হলো যুক্তরাষ্ট্র এবং তৃতীয় অবস্থানে আছে জার্মানি। ২০০৮ সালে জার্মানি সর্বোচ্চ রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে ১ম এবং চীন ছিল ২য় অবস্থানে কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে বর্তমানে (২০২৪) চীন সর্বোচ্চ রপ্তানিকারক দেশ। রপ্তানিকারক শীর্ষ ১০টি দেশ বিশ্বের রপ্তানি আয়ের শতকরা ৪৯.৩ ভাগ দখল করে আছে। নিচে সর্বোচ্চ ১০টি রপ্তানিকারক দেশ ও রপ্তানি আয়ের পরিমাণ দেখানো হলো:

বিশ্বের সর্বোচ্চ রপ্তানিকারক দেশ ও রপ্তানি পণ্য: চীন, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি

দেশ	রপ্তানি আয় (বিলিয়ন ডলার)	দেশ	রপ্তানি আয় (বিলিয়ন ডলার)
১. চীন	৩৫৭৫	৬. দক্ষিণ কোরিয়া	৬৮৩
২. যুক্তরাষ্ট্র	২০৬৫	৭. ইতালি	৮৭৩
৩. জার্মানি	১৬৮৪	৮. ফ্রান্স	৬২৬
৪. নেদারল্যান্ড	৭২২	৯. কানাডা	৬১৮
৫. জাপান	৭০৭	১০. বেলজিয়াম	৫৬৯

উৎস: www.worldtopexports.com, 2025

চীনের রপ্তানি পণ্যসমূহ (Exporting Goods of China)

চীন বিভিন্ন পণ্য রপ্তানি করে বর্তমানে বিশ্বের সর্বোচ্চ রপ্তানিকারক দেশের মধ্যে প্রথম স্থানে অবস্থান করছে। ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে চীনের রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ছিল ১,২০১.৮ বিলিয়ন ডলার, যা ২০২৪ তে দাঁড়িয়েছে ৩৫৭৫ বিলিয়ন ডলারে। চীন যেসব পণ্য বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করে সেগুলো হলো খেলনা, ইলেক্ট্রনিক্স পণ্য, যন্ত্রপাতি, গৃহসামগ্রী, জুতা, কাপড়, খাদ্যদ্রব্য, সামুদ্রিক খাদ্য, জুয়েলারি, রান্নাঘরের সামগ্রী, ব্যাগ ইত্যাদি।

ক. বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি: চীন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি রপ্তানি করে। ২০২৪ সালে এ খাত থেকে ৯৫৪.৮ বিলিয়ন ডলার আয় হয়েছে, যা মোট রপ্তানির ২৬.৬ শতাংশ।

খ. কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ: এ খাত থেকে চীন স্বতন্ত্রভাবে ২০২৪ সালে ৫৫২ বিলিয়ন ডলার আয় করে, যা মোট রপ্তানির ১৫.৪ শতাংশ।

গ. পরিবহন যান: চীনের তৃতীয় বৃহৎ রপ্তানি পণ্য। ২০২৪ সালে দেশটি ১৫০.২ বিলিয়ন ডলার মূল্যের পরিবহন সামগ্রী, গাড়ি প্রভৃতি রপ্তানি করে যা রপ্তানি আয়ের প্রায় ৪.২ শতাংশ।

ঘ. প্লাস্টিক সামগ্রী: প্লাস্টিক সামগ্রীর মধ্যে বিভিন্ন খেলনা পণ্য রয়েছে। এ খাতটি চীনে সর্বাধিক দ্রুত বর্ধনশীল। চীন প্লাস্টিক সামগ্রী রপ্তানিতে বিশ্বে প্রথম। ২০২৪ সালে চীন ১৪৩.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের প্লাস্টিক সামগ্রী রপ্তানি করে, যা মোট রপ্তানির ৪ শতাংশ।

ঙ. ফার্নিচার সামগ্রী (গৃহস্থালির টেক্সাইল, আলোকসজ্জাসহ): ২০২৪ সালে এ খাতে থেকে চীন ১৩০.৯ বিলিয়ন ডলার আয় করে, যা মোট রপ্তানির ৩.৬ শতাংশ।

যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানি পণ্যসমূহ (Exporting Goods of USA)

যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পণ্য রপ্তানিকারক দেশ। ২০২৪ সালে দেশটির বিভিন্ন পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে ২০৬৫ বিলিয়ন ডলার সমমূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।

ক. খনিজ জ্বালানি ও তেল: ২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র ৩৭৮.৬ বিলিয়ন ডলার মূল্যের খনিজ জ্বালানি (তেলসহ) রপ্তানি করে, যা মোট রপ্তানির ১৮.৪ শতাংশ। এটি রপ্তানির প্রধান খাত।

খ. মেশিনারিজ ও কম্পিউটার: ২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র বিপুল পরিমাণে মেশিনারিজ (কম্পিউটারসহ) বিদেশে রপ্তানি করেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যুক্তরাষ্ট্রের মেশিনারিজের উচ্চ চাহিদা রয়েছে। এ খাত থেকে ২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র ২২৯.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করে, যা মোট রপ্তানির ১১.১ শতাংশ।

গ. ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি: সারা বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্র ইলেকট্রিক পণ্য বিপুল পরিমাণে রপ্তানি করে। ২০২৪ সালে এসব যন্ত্রপাতি রপ্তানি করে দেশটি মোট রপ্তানি আয়ের ১১.৪ শতাংশ অর্জন করে।

ঘ. পরিবহন যান: ২০২৪ সালে পরিবহন যান (Vehicle) রপ্তানি করে যুক্তরাষ্ট্র ১৩৪.৯ বিলিয়ন ডলার আয় করে, যা মোট রপ্তানির ৬.৫ শতাংশ।

জার্মানির রপ্তানি পণ্যসমূহ (Exporting Goods of Germany)

জার্মানি বর্তমানে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম এবং ইউরোপে প্রথম রপ্তানিকারক দেশ। ২০২৪ সালে জার্মানির মোট রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১৬৮৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। জার্মানির প্রধান প্রধান রপ্তানি পণ্যের মধ্যে রয়েছে টেক্সটাইল, খাদ্য সামগ্রী, মোটর গাড়ি, যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক পদার্থ, কম্পিউটার ও ইলেক্ট্রনিক্স পণ্য, বৈদ্যুতিক সরাঞ্জাম, ওষুধপত্র, ধাতুর যন্ত্রাংশ, পরিবহন যন্ত্রপাতি, রাবার ও প্লাস্টিক পণ্য ইত্যাদি।

ক. পরিবহন যান: জার্মানি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেসব পণ্য রপ্তানি করে তার মধ্যে মোটর গাড়ি ও পরিবহন যান (Vehicle) ও এর যন্ত্রাংশ রপ্তানি প্রধান। দেশটির রপ্তানি পণ্যের মোট ১৫.৫ শতাংশই হচ্ছে মোটর গাড়ি। মোটর গাড়ি জার্মানির প্রধান রপ্তানি পণ্য। ২০২৪ সালে এ খাত থেকে জার্মান ২৫৭.৫ বিলিয়ন ডলার আয় করে।

খ. কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এবং ইলেক্ট্রনিক্স ডিভাইস: জার্মানির বিভিন্ন রপ্তানি পণ্যের মধ্যে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এবং ইলেক্ট্রনিক্স ডিভাইস উল্লেখযোগ্য। হার্ডওয়্যার এর মধ্যে কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ, রেডিও ও টিভির যন্ত্রপাতি রয়েছে। ২০২৪ সালে এ খাতে মোট রপ্তানির পরিমাণ ছিল ২৫৩.৩ বিলিয়ন ডলার, যা মোট রপ্তানির ১৫.৩ শতাংশ।

গ. বৈদ্যুতিক মেশিনারিজ: জার্মানির রপ্তানিকৃত মেশিনারিজ পণ্যের মধ্যে রয়েছে মেকানিক্যাল ও ইলেক্ট্রিক্যাল যন্ত্রপাতি, সাউন্ড রেকর্ডার, টেলিভিশনের যন্ত্রাংশ ইত্যাদি। জার্মানির মোট রপ্তানির ১০.৭ শতাংশই হচ্ছে মেশিনারিজ পণ্য, যার মোট পরিমাণ ১৭৬.৬ বিলিয়ন ডলার।

ঘ. ফার্মাসিউটিক্যালস: জার্মান ফার্মাসিউটিক্যালস শিল্প ২০২৪ সালে ১২৪.২ বিলিয়ন ডলার মূল্যের রপ্তানি করে, যা মোট রপ্তানির ৭.৫ শতাংশ।

ঙ. অপটিক্যাল, মেডিক্যাল সামগ্রী: জার্মানি ২০২৪ সালে ৭৮.৭ বিলিয়ন ডলার মেডিক্যাল সামগ্রী রপ্তানি করে, যা মোট রপ্তানির ৪.৮ শতাংশ।

উৎস: www.worldtopexports.com

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – বাণিজ্য

টপিক – ০৩ বিশ্বের সর্বোচ্চ রপ্তানিকারক দেশ ও রপ্তানি পণ্য: নেদারল্যান্ড, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও ফ্রান্স

নেদারল্যান্ড, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও ফ্রান্স

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

নেদারল্যান্ড, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও ফ্রান্স

নেদারল্যান্ডের রপ্তানি পণ্যসমূহ (Exporting Goods of Netherlands)

বর্তমানে নেদারল্যান্ড বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম রপ্তানিকারক দেশ। ২০২৪ সালে নেদারল্যান্ডের রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৭২২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। নেদারল্যান্ডের প্রধান প্রধান রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে মেশিনারি এবং পরিবহন যন্ত্রপাতি, খনিজ জ্বালানি, খাদ্যদ্রব্য, ওষুধপত্র, কাপড় এবং জুতামোজা ইত্যাদি অন্যতম। নেদারল্যান্ড মোট রপ্তানির ৭৮.২% রপ্তানি করে ইউরোপীয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোতে।

ক. খনিজ জ্বালানি: খনিজ তেল ও অন্যান্য জ্বালানি নেদারল্যান্ডের রপ্তানি আয়ে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী। ২০২৪ সালে দেশটি খনিজ তেল রপ্তানি করে ১৮৮.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করে, যা মোট রপ্তানির ১৯.৬ শতাংশ।

খ. মেশিনারিজ ও কম্পিউটার: নেদারল্যান্ডের বিভিন্ন রপ্তানি পণ্যের মধ্যে মেশিনারিজ (কম্পিউটারসহ) শীর্ষস্থানীয় রপ্তানি পণ্য। বিভিন্ন পণ্যের মেশিনারি যন্ত্রাংশ বিদেশে রপ্তানি করে নেদারল্যান্ড ২০২৪ সালে ১২২.১ বিলিয়ন ডলার আয় করেছে। এটা মোট রপ্তানি আয়ের ১২.৬%।

নেদারল্যান্ড, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও ফ্রান্স

গ. ইলেকট্রনিক্স উপকরণ: ইলেকট্রনিক্স উপকরণ উৎপাদনে নেদারল্যান্ড সমাদৃত। বিভিন্ন রপ্তানি পণ্যের মধ্যে ২০২৪ সালে নেদারল্যান্ড ১১৪.৫ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয় করে ইলেকট্রনিক্স উপকরণ রপ্তানির মাধ্যমে। এই রপ্তানি আয় নেদারল্যান্ডের মোট রপ্তানি আয়ের ১১.৯%।

ঘ. ফার্মাসিউটিক্যালস: নেদারল্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যালস শিল্প থেকে ২০২২ সালে ৫৩.১ বিলিয়ন ডলার মূল্যের রপ্তানি আয় করে যা মোট রপ্তানির ৫.৫%।

জাপানের রপ্তানি পণ্যসমূহ (Exporting Goods of Japan)

বর্তমানে জাপান বিশ্বের সর্বোচ্চ রপ্তানিকারক দেশগুলোর মধ্যে পঞ্চম বৃহত্তম দেশ। ২০২৪ সালে জাপানের মোট রপ্তানির পরিমাণ ৭০৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। জাপানের প্রধান প্রধান রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে রয়েছে সড়ক ও রেলগাড়ির যন্ত্রপাতি, মেশিনারিজ, ইলেক্ট্রনিক্স যন্ত্রপাতি; টেকনিক্যাল ও মেডিকেল যন্ত্রপাতি; লৌহ ও ইস্পাত, প্লাস্টিক সামগ্রী, ভেষজ রাসায়নিক (Organic Chemical) ইত্যাদি। জাপানের উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন শিল্প কারখানাগুলো পণ্য রপ্তানিতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে।

ক. মেশিনারিজ ও কম্পিউটার: জাপানের বিভিন্ন রপ্তানি পণ্যের মধ্যে মেশিনারিজ (কম্পিউটারসহ) প্রধান রপ্তানি পণ্য। বিভিন্ন পণ্যের মেশিনারি যন্ত্রাংশ বিদেশে রপ্তানি করে জাপান ২০২৪ সালে ১৪২ বিলিয়ন ডলার আয় করেছে। এটা মোট রপ্তানি আয়ের ১৯%।

খ. রেল ও মোটরগাড়ির যন্ত্রাংশ: জাপানের অন্যতম সর্বোচ্চ রপ্তানিকারক পণ্য রেল ও মোটরগাড়ির যন্ত্রপাতি। জাপান নিজস্ব কাঁচামাল ব্যবহার করে রেলগাড়ি ও মোটরগাড়ি প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করে। ২০২৪ সালে জাপান তার দেশের মোট রপ্তানির মধ্যে রেল ও মোটর যন্ত্রাংশ থেকে আয় করে ১৩৫.৪ বিলিয়ন ডলার, যা মোট রপ্তানির ১৮.১%।

গ. ইলেক্ট্রনিক্স উপকরণ: ইলেক্ট্রনিক্স উপকরণ উৎপাদনে জাপান বিশ্বে সমাদৃত। বিভিন্ন রপ্তানি পণ্যের মধ্যে ২০২৪ সালে জাপান ১১৩.৪ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয় করে ইলেক্ট্রনিক্স উপকরণ রপ্তানির মাধ্যমে। এই রপ্তানি আয় জাপানের মোট রপ্তানি আয়ের ১৫.২%।

ঘ. অপটিক্যাল, টেকনিক্যাল ও মেডিকেল যন্ত্রপাতি: জাপান অপটিক্যাল, টেকনিক্যাল ও মেডিকেল যন্ত্রপাতি উৎপাদনে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। ২০২৪ সালে জাপানের সকল রপ্তানি পণ্যের মধ্যে অপটিক্যাল, টেকনিক্যাল ও মেডিকেল যন্ত্রপাতি চতুর্থ বৃহত্তম রপ্তানি পণ্য। এ খাতে পণ্য রপ্তানি করে জাপানের ৩৮.৮ বিলিয়ন ডলার আয় হয়, যা মোট রপ্তানির ৫.২%।

ঙ. লৌহ ও ইস্পাত: লৌহ থেকে লৌহ শলাকা, বিভিন্ন ইস্পাত দ্রব্য উৎপাদনে জাপান বেশ এগিয়ে গেছে। জাপান লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্য রপ্তানি করে প্রতি বছর প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। ২০২৪ সালে লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্য রপ্তানি করে জাপানের রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ছিল ৩৫.১ বিলিয়ন ডলার, যা মোট রপ্তানির ৪.৭%।

দক্ষিণ কোরিয়ার রপ্তানি পণ্যসমূহ (Exporting Goods of South Korea)

দক্ষিণ কোরিয়া বিশ্বের সর্বোচ্চ রপ্তানিকারক দেশগুলোর মধ্যে ষষ্ঠ বৃহত্তম রপ্তানিকারক দেশ। ২০২৪ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার মোট রপ্তানির পরিমাণ ৬৮৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। দক্ষিণ কোরিয়ার প্রধান প্রধান রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে রয়েছে খনিজ জ্বালানি, প্রযুক্তির কাঁচামাল, মেশিনারি, অটোমোবাইলস, জাহাজ, এলসিডি ডিভাইস, লৌহ ও ইস্পাত, প্লাস্টিক সামগ্রী ইত্যাদি।

ক. ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি: সারা বিশ্বে দক্ষিণ কোরিয়া ইলেকট্রিক মেশিনারিজ পণ্য বিপুল পরিমাণে রপ্তানি করে। ২০২৪ সালে ইলেকট্রিক মেশিনারিজ রপ্তানি করে দেশটি মোট রপ্তানি আয়ের ৩০.৮ শতাংশ অর্জন করে, যার মূল্যমান ছিল ২১০.৪ বিলিয়ন ডলার।

খ. পরিবহন যান: ২০২৪ সালে পরিবহন যান (Vehicle) রপ্তানি করে দক্ষিণ কোরিয়া ৭৫.৬ বিলিয়ন ডলার আয় করে, যা মোট রপ্তানির ১১.১ শতাংশ।

গ. মেশিনারিজ ও কম্পিউটার; ২০২৪ সালে দক্ষিণ কোরিয়া বিপুল পরিমাণে মেশিনারিজ (কম্পিউটারসহ) বিদেশে রপ্তানি করেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কোরিয়ার মেশিনারিজের উচ্চ চাহিদা রয়েছে। এ খাত থেকে ২০২৪ সালে দেশটি ৭৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করে, যা মোট রপ্তানির ১০.৭%।

ঘ. খনিজ জ্বালানি: খনিজ তেল ও অন্যান্য জ্বালানি রপ্তানি করে দক্ষিণ কোরিয়া ২০২৪ সলে ৬৪.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করে, যা মোট রপ্তানির ৯.৫ শতাংশ।

ফ্রান্সের রপ্তানি পণ্যসমূহ (Exporting Goods of France)

বর্তমানে ফ্রান্স বিশ্বের রপ্তানিকারক দেশগুলোর মধ্যে অষ্টম বৃহত্তম রপ্তানিকারক দেশ। ফ্রান্স বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে ১৯৯৫ সালে। ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর মধ্যেই দেশটির অধিক বাণিজ্য ঘটে। এর বাইরেও এ দেশ আফ্রিকা ও এশিয়াতে অধিক পণ্য রপ্তানি করে।

ফ্রান্সের যেসব পণ্য বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: মেশিনারি এবং পরিবহন যন্ত্রপাতি, বিমান পণ্যাদি, প্লাস্টিক সামগ্রী, রাসায়নিক দ্রব্য, ওষুধপত্র, লোহা, ইস্পাত, ভোগ্যপণ্য, পেট্রোলিয়াম এবং মোটরগাড়ি ও যন্ত্রাংশ। এসব পণ্য রপ্তানিতে ফ্রান্সের অংশীদার নিকটতম সহযোগী দেশ জার্মানি। ফ্রান্সের ২০২৪ সালে মোট রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ৬২৬ বিলিয়ন ডলার।

ক. ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেশিনারি ও কম্পিউটার: শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ফ্রান্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেশিনারি উৎপাদন বৃদ্ধি করেছে। দেশটির রপ্তানি আয় ফ্রান্সের মোট রপ্তানি আয়ের অনেকখানি পূরণ করেছে। ২০২৪ সালে ফ্রান্সের মোট রপ্তানি আয়ের ১০.৬% ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেশিনারি ও কম্পিউটার রপ্তানির মাধ্যমে অর্জিত হয়, যার মোট পরিমাণ ৬৪.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

খ. মোটরযান ও যন্ত্রপাতি: ফ্রান্সের রপ্তানিযোগ্য একটি উল্লেখযোগ্য পণ্য হচ্ছে মোটরগাড়ি (Vehicles) নির্মাণ ও এর যন্ত্রাংশ। ২০২৪ সালে এ খাতে ৪৯.৮ বিলিয়ন ডলার মূল্যের মোটর যন্ত্রপাতি রপ্তানি করে ফ্রান্স, যা মোট রপ্তানিতে ৮.২% যোগ করে।

গ. ইলেক্ট্রনিক্স: ফ্রান্স বিশ্ব রপ্তানির শীর্ষে অবস্থানের জন্য বিভিন্ন পণ্য রপ্তানির পাশাপাশি ইলেক্ট্রনিক্স পণ্য রপ্তানিতেও বেশ গুরুত্ব দিচ্ছে। ফ্রান্স ২০২৪ সালে মোট রপ্তানির ৭.৭% ইলেক্ট্রনিক্স পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে আয় করে, যার পরিমাণ ৪৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

ঘ.ফার্মাসিউটিক্যালস: ফ্রান্স বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেসব পণ্য রপ্তানি করে তার মধ্যে চিকিৎসা সরঞ্জামাদি বা ফার্মাসিউটিক্যালস অন্যতম। ২০২৪ সালে দেশটিতে বিভিন্ন পণ্য রপ্তানি করে যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয় তার ৬.২ শতাংশ আসে বিমান ও নভোযান যন্ত্রাংশ রপ্তানি থেকে, যার পরিমাণ ৩৭.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় বিশ্ব বাণিজ্যের বাজার বেশ প্রতিযোগিতাপূর্ণ। এক দেশ আরেক দেশকে পিছনে ফেলে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তাই বিভিন্ন দেশে রপ্তানি পণ্যের বিভিন্নতা লক্ষ করা যায়। বিশ্বের শীর্ষ দশ রপ্তানিকারক দেশের মধ্যে উপরে বর্ণিত দেশগুলো ছাড়াও রয়েছে-

নেদারল্যান্ড, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও ফ্রান্স

ইতালির রপ্তানি পণ্যসমূহ: ২০২৪ সালে ইতালির রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ৮৭৩ বিলিয়ন ডলার। ইতালি বর্তমান বিশ্বের সর্বোচ্চ রপ্তানিকারক দেশগুলোর মধ্যে সপ্তম স্থানে অবস্থান করছে। ইতালি বর্তমানে মোট রপ্তানি আয়ের শতকরা ১৬.২% আয় করেছে মেশিনারি (কম্পিউটারসহ) থেকে, যার মোট পরিমাণ ১০৬.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এদেশের অন্যান্য প্রধান রপ্তানি দ্রব্যগুলোর মধ্যে ধাতব পণ্য (৩.২%), কাপড়, মোটর যন্ত্রপাতি (৬.৯%), বিলাস সামগ্রী, প্লাস্টিক সামগ্রী (৪.১%), মোটরসাইকেল, স্কুটার (৭.২%), ওষুধপত্র (৭.২%), রাসায়নিক দ্রব্যাদি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

কানাডার রপ্তানি পণ্যসমূহ: কানাডা বর্তমান বিশ্বের সর্বোচ্চ রপ্তানিকারক দেশগুলোর মধ্যে নবম স্থানে অবস্থান করছে। ২০২৪ সালে দেশটির রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ছিল ৬১৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। প্রধান প্রধান রপ্তানিপণ্যের মধ্যে জ্বালানি খনিজ মেশিনারি, মোটরযন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ২০২৪ সালে দেশটির রপ্তানি পণ্যের শীর্ষে ছিল জ্বালানি খনিজ। দেশটি এ খাত থেকে মোট ১৮০ বিলিয়ন ডলার আয় হয়, যা মোট রপ্তানির ৩০.২ শতাংশ। এছাড়া পরিবহন খাত থেকে আসে ৫০.৩ বিলিয়ন ডলার।

নেদারল্যান্ড, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও ফ্রান্স

বেলজিয়াম রপ্তানি পণ্যসমূহ: বেলজিয়াম বর্তমানে বিশ্বের দশম বৃহত্তম রপ্তানিকারক দেশ। প্রধান প্রধান রপ্তানি পণ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে তেল, মোটর গাড়ি, কম্পিউটার, মূল্যবান ধাতু, কাঠ গাড়ি, ফার্মাসিউটিক্যাল, জৈব রাসায়নিক, প্লাস্টিক সামগ্রী, লৌহ-ইস্পাত, ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। ২০২৪ সালে দেশটির মোট রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৫৬৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২৪ সালে প্রধান রপ্তানি পণ্য তেল ও খনিজ তেল রপ্তানির মাধ্যমে এসেছে মোট ১১৩.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। যা মোট আয়ের শতকরা ১৭.৮ শতাংশ।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – বাণিজ্য

টপিক – ০৪ বাংলাদেশের বাণিজ্যের প্রকৃতি

বাংলাদেশের বাণিজ্যের প্রকৃতি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশের বাণিজ্যের প্রকৃতি

মানুষের অভাব ও চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় এবং এর সাথে জড়িত কার্যাবলিই হচ্ছে বাণিজ্য। বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক দুই ধরনের বাণিজ্যই সংঘটিত হয়। যখন একই দেশের দুটি অঞ্চলের মধ্যে বাণিজ্য পরিচালিত হয় তখন তাকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলে। আবার যখন দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে পণ্য বিনিময় হয় তখন তাকে বৈদেশিক বাণিজ্য বলে। পৃথিবীর কোনো দেশই প্রয়োজনীয় সবকিছু দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদন করতে পারে না। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। যে পণ্য বাংলাদেশে অধিক উৎপাদন সম্ভব হয় তা দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করা হয়। যেমন- তৈরি পোশাক। আবার যে পণ্য এখানে উৎপাদিত হলেও দেশের চাহিদা মেটে না তা বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়। যেমন: চাল, গম ইত্যাদি। এভাবে লেনদেনের মাধ্যমে বাংলাদেশের বাণিজ্য প্রকৃতি গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের বাণিজ্যের প্রকৃতি নিচে আলোচনা করা হলো:

বাংলাদেশের বাণিজ্যের প্রকৃতি

১. প্রারম্ভিক ধারা: ১৯৭১ এবং ১৯৯১ সনের মধ্যে রপ্তানি মূল্যের তুলনায় আমদানি মূল্য প্রায় দ্বিগুণ ছিল। ১৯৯১ সাল থেকে রপ্তানি পণ্যের বাণিজ্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। বাংলাদেশ ১৯৯৫ সালে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) এর সদস্যপদ লাভ করে। এরপর থেকে বিশ্ব বাণিজ্যের সাথে বাংলাদেশ গভীরভাবে যুক্ত হয়। বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য আমদানি-রপ্তানির মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতি দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে। বাংলাদেশের বাণিজ্যে পাট অতি গুরুত্বপূর্ণ পণ্য। ১৯৯৭ সালে প্রধান রপ্তানি পণ্য ছিল পাট। পরবর্তীতে তৈরি পোশাক, নিটওয়্যার, প্লাস্টিক সামগ্রী, ওষুধ ইত্যাদি পণ্য বাণিজ্যের সাথে যুক্ত হয়।

বাংলাদেশের বাণিজ্যের প্রকৃতি

২. কাঁচামালের আমদানিতে অগ্রাধিকার: বাংলাদেশ যেসব পণ্য আমদানি করে সেগুলোর মধ্যে মেশিনারি দ্রব্যাদি, রাসায়নিক, লৌহ ও ইস্পাত, টেক্সটাইল, খাদ্যদ্রব্য, পেট্রোলিয়াম দ্রব্য ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের বাণিজ্য প্রকৃতির একটি নতুন সংযোজন হচ্ছে কাঁচামাল আমদানিতে বাংলাদেশ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। অধিক কাঁচামাল আমদানি করে পণ্য উৎপাদন করে রপ্তানি বৃদ্ধির পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

৩. জনশক্তি রপ্তানি: বাংলাদেশ মানব সম্পদে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই বিপুল জনশক্তি বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রতিবছর প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। বাংলাদেশ মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে জনশক্তি রপ্তানি করে থাকে। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শ্রমবাজার সৌদি আরব। স্বাধীনতা' পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের জনসংখ্যাকে বোঝা মনে করা হতো কিন্তু বর্তমানে জনশক্তি রপ্তানি করায় বাংলাদেশের বাণিজ্য প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটেছে।

বাংলাদেশের বাণিজ্যের প্রকৃতি

৪. রপ্তানির বৈচিত্র্যকরণ: বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য কয়েকটি পণ্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু বর্তমানে রপ্তানি পণ্যে কিছু অপ্রচলিত পণ্য যুক্ত হওয়ায় বাণিজ্য প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়েছে। ৮০ দশক থেকে তৈরি পোশাক, নিটওয়্যার রপ্তানি করায় রপ্তানি বাণিজ্যে বৈচিত্র্য এসেছে। বর্তমানে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যগুলো হলো-গার্মেন্টস বা পোশাকশিল্প, হিমায়িত খাদ্য, পাট ও পাটজাত দ্রব্য, চামড়া ইত্যাদি। বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি পণ্য রপ্তানি করে যুক্তরাষ্ট্রে।

৫. ওয়েজ আর্নার্স স্কিমের আওতায় আমদানি: স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের বাণিজ্যের প্রকৃতি প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে। আগে ওয়েজ আর্নার্স স্কিমের আওতায় আমদানি হতো না। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রকৃতিতে আরেকটি পরিবর্তন হলো ওয়েজ আর্নার্স স্কিমের আওতায় প্রচুর পরিমাণ পণ্যসামগ্রী আমদানি করা। এটা জনশক্তি রপ্তানি বাণিজ্যকে আরো উৎসাহিত করে।

৬. অপ্রচলিত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি: বাংলাদেশের বাণিজ্য প্রকৃতির পরিবর্তনের ধারায় কাঁচামালের পরিবর্তে অপ্রচলিত পণ্যের রপ্তানি দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। রপ্তানি বাণিজ্যের বৈচিত্র্যকরণের উদ্দেশ্যে প্রচলিত পণ্য ছাড়া অপ্রচলিত পণ্যের রপ্তানির সংখ্যা ও পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য অপ্রচলিত পণ্যগুলোর মধ্যে তৈরি পোশাক, কুটির শিল্পজাত দ্রব্য, শুকনো মাছ, হিমায়িত চিংড়ি, পরিত্যক্ত প্লাস্টিক সামগ্রীর চিপস (গুঁড়া) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশের বাণিজ্যের প্রকৃতি

৭. আমদানি নীতিতে একচেটিয়া প্রভাব হ্রাস: বাংলাদেশের বাণিজ্য প্রকৃতিতে অতীতে বাণিজ্যিক আমদানিকারক নামে এক শ্রেণিপ্রথা ছিল। বাণিজ্য প্রকৃতির পরিবর্তনের ধারায় এই শ্রেণিপ্রথা বিলোপ করা হয়েছে। অর্থাৎ বাংলাদেশের বাণিজ্য প্রকৃতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হল মুষ্টিমেয় বণিক শ্রেণির একচেটিয়া প্রভাব হ্রাস।

৮. রপ্তানি শিল্পের উন্নয়ন: বাংলাদেশের বাণিজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকৃতি হলো রপ্তানি শিল্পের উন্নয়ন। গত শতাব্দীর তুলনায় একবিংশ শতাব্দীতে রপ্তানি শিল্পের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে। এর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার অভাব অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। রপ্তানি পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো দ্রুত উন্নতি লাভ করায় বাংলাদেশের রপ্তানির পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৯. বিলাস দ্রব্যাদির আমদানি: বাংলাদেশের একটি নেতিবাচক বাণিজ্য প্রকৃতি হচ্ছে বিলাস দ্রব্যাদি আমদানি। এসব বিলাস দ্রব্যাদি আমদানির কারণে কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় হয়। এই অপচয় রোধ করার জন্য বিলাস দ্রব্যাদির আমদানি হ্রাস করে অধিক মাত্রায় উন্নয়ন সামগ্রী আমদানি করা প্রয়োজন।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – বাণিজ্য

টপিক – ০৫ বাংলাদেশের সাথে আমদানি ও রপ্তানিকারক প্রধান কয়েকটি দেশের বাণিজ্য সম্পর্ক

বাংলাদেশের সাথে আমদানি ও রপ্তানিকারক প্রধান কয়েকটি দেশের বাণিজ্য সম্পর্ক

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

বাংলাদেশের সাথে আমদানি ও রপ্তানিকারক প্রধান কয়েকটি দেশের বাণিজ্য সম্পর্ক

বাংলাদেশ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সাথে চমৎকার বাণিজ্যিক সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য জলপথে সংঘটিত হয়। বাংলাদেশ প্রথম থেকেই (১ জানুয়ারি ১৯৯৫) বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) এর সদস্য। এছাড়া দেশটি দক্ষিণ এশীয় মুক্ত বাণিজ্য এলাকা (SAFTA), এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় বাণিজ্য চুক্তি (APTA), বিমস্টেক (BIMSTEC) এবং ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (OIC) এর সদস্য। এসব সংস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যেও রপ্তানির ক্ষেত্রে বেশ সুবিধা লাভ করে। যেমন- APTA এর মাধ্যমে চীনের সাথে বাণিজ্যে। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সুবিধার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য সুবিধা জিএসপি (Generalized System of Preference) যা কোটা এবং শুল্কমুক্ত পণ্য প্রবেশের অধিকার দেয়। বাংলাদেশ ৩৭টি দেশে এ সুবিধা ভোগ করে যার মধ্যে ২৭টি ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত এবং অন্য দশটির মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান, নরওয়ে, সুইজারল্যান্ড ইত্যাদি।

বাংলাদেশের সাথে আমদানি ও রপ্তানিকারক প্রধান কয়েকটি দেশের বাণিজ্য সম্পর্ক

বাংলাদেশ যেসব দেশ থেকে বিভিন্ন পণ্য ও খাদ্যদ্রব্য আমদানি করে সেগুলোর মধ্যে চীন, ভারত, সিঙ্গাপুর, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশ বিশ্বের প্রায় ১৮৬টি দেশে ১৬৮ ধরনের (Broad Catagories) পণ্য রপ্তানি করে। এসব পণ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তৈরি পোশাক, নিটওয়্যার, হোম টেক্সটাইল, হিমায়িত খাদ্য, কৃষিজাত পণ্য, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য এবং পাটজাত দ্রব্যাদি পাদুকা ইত্যাদি। বাংলাদেশি পণ্যের উল্লেখযোগ্য রপ্তানিস্থল (Export destination) হলো যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ফ্রান্স, ইতাদি, সুইডেন প্রভৃত দেশ। উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোতে বাংলাদেশ ৯৩ শতাংশ রপ্তানি বাণিজ্য সম্পন্ন করে।

বাংলাদেশের সাথে আমদানি ও রপ্তানিকারক প্রধান কয়েকটি দেশের বাণিজ্য সম্পর্ক

বাংলাদেশ যেসব দেশ থেকে বিভিন্ন পণ্য ও খাদ্যদ্রব্য আমদানি করে সেগুলোর মধ্যে চীন, ভারত, সিঙ্গাপুর, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশ বিশ্বের প্রায় ১৮৬টি দেশে ১৬৮ ধরনের (Broad Catagories) পণ্য রপ্তানি করে। এসব পণ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তৈরি পোশাক, নিটওয়্যার, হোম টেক্সটাইল, হিমায়িত খাদ্য, কৃষিজাত পণ্য, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য এবং পাটজাত দ্রব্যাদি পাদুকা ইত্যাদি। বাংলাদেশি পণ্যের উল্লেখযোগ্য রপ্তানিস্থল (Export destination) হলো যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ফ্রান্স, ইতাদি, সুইডেন প্রভৃত দেশ। উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোতে বাংলাদেশ ৯৩ শতাংশ রপ্তানি বাণিজ্য সম্পন্ন করে।

অবস্থান	দেশের নাম	বিনিয়োগের পরিমাণ (মিলিয়ন ডলারে)	অবস্থান	দেশের নাম	বিনিয়োগের পরিমাণ (মিলিয়ন ডলারে)
১.	যুক্তরাষ্ট্র	৪১০৩.৪১	৬.	নেদারল্যান্ড	১২৫৫.৩৮
২.	যুক্তরাজ্য	২৭১২.১১	৭.	মালয়েশিয়া	৯১৩.২৭
৩.	সিঙ্গাপুর	১৮৪০.৩৮	৮.	অস্ট্রেলিয়া	৭২৯.১০
৪.	দক্ষিণ কোরিয়া	১৪৫৮.৩৫	৯.	ভারত	৬৮৭.০১
৫.	চীন	১৩৪৫.৮০	১০.	অন্যান্য দেশ	৪৮৪৪.৪০

সূত্র: Foreign Direct Investment (FDI), Statistics Department, Bangladesh Bank FDI: December 2022

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – বাণিজ্য

টপিক – ০৬ চীনের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্পর্ক

চীনের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্পর্ক

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

চীনের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্পর্ক

বাংলাদেশের সাথে চীনের পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরি হয় ১৯৭০ সালের মাঝামাঝি সময়ে। তখন থেকেই এই দু'টি দেশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা করে আসছে। এর ভিত আরো মজবুত হয় ১৯৭৬ সালে পারস্পরিক একটি চুক্তি সই করার মাধ্যমে। চীনের সাথে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার কারণে বাংলাদেশ চীন থেকে সামরিক সাহায্য, সামরিক প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি এবং যন্ত্রপাতি গ্রহণ করে থাকে। ২০০২ সালে এই দুই দেশ প্রতিরক্ষা সহযোগী চুক্তি সই করে এবং ২০০৫ সালকে 'চীন-বাংলাদেশ মৈত্রী' বছর হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

১৯৮০ সাল থেকে বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে শিক্ষা ও বাণিজ্যিক সুসম্পর্ক বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ সময় চীন বাংলাদেশের বৃহৎ বাণিজ্য অংশীদার হিসেবে যাত্রা করে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ চীন থেকে ৭৫৬০৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য আমদানি করে। এর বিপরীতে একই অর্থবছরে চীনে রপ্তানির পরিমাণ মাত্র ৬৭৭.৩৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। দুদেশের মধ্যে শুল্কমুক্ত বাণিজ্যের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এশিয়া-প্যাসিফিক মুক্ত বাজার চুক্তির (APTA) মাধ্যমে। চীন বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাস সম্পদ এবং নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট এর প্রাথমিক উন্নয়নে সাহায্য করছে। চীনের ইউনান প্রদেশ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সহযোগিতার সাথে যুক্ত হয়েছে। বাংলাদেশ চীনের জন্য একটি বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকা নির্দিষ্ট করার প্রস্তাব করেছে। বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে 'Agreement on Econornic and Technical Cooperation' এবং 'Frame Work Agreement' এই দুটি চুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় ঋণ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।

চীনের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্পর্ক

	২০২১-২০২২	২০২০-২০২১	২০১৯-২০২০
রপ্তানি	৬৭৭.৩৬	৬৮৩,৪৩	৭৩৪.৮
আমদানি	৭৫৬০,৪	৫০৯৮৮	১১৪৯০

চীনে রপ্তানিকৃত পণ্যসমূহ: বাংলাদেশ চীনে যেসব পণ্য রপ্তানি করে সেগুলো হলো-

পণ্যের বিবরণ	রপ্তানির পরিমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
১. ওভেন, নীট ওয়্যার	২৮৯.৭৫
২. পাট ও পাটজাত দ্রব্য	১২২.৭১
৩. চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য	৭৪.৬১
৪. পাদুকা ও প্লাস্টিক সামগ্রী	২৯.৮৭
৫. হোম টেক্সটাইল	৭.০৭

চীনের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্পর্ক

চীনে আমদানীকৃত পণ্যসমূহ: বাংলাদেশ চীনে যেসব পণ্য আমদানী করে সেগুলো হলো-

পণ্যের বিবরণ	আমদানীর পরিমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
১. পারমাণবিক, মেশিনারিজ ও খুচরা যন্ত্রপাতি	৪২৪৫
২. তুলা, তত্ত্ব ও সুতা	৩৬৫০
৩. ইলেকট্রনিক সামগ্রী	১৯১১
৪. কৃত্রিম তত্ত্ব	১২১৮
৫. বুনন বস্ত্র	১০৩৩

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – বাণিজ্য

টপিক – ০৭ জাপানের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্পর্ক

জাপানের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্পর্ক

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

জাপানের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্পর্ক

জাপান ও বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭২ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি। জাপানের আমদানিকারক দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ ২৬% পণ্য আমদানি করে। জাপান বাংলাদেশ থেকে যেসব পণ্য আমদানি করে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য চামড়াজাত পণ্য, তৈরি পোশাক এবং চিংড়ি। ২০২২-২০২৩ সালে বাংলাদেশ জাপান থেকে ১৮৫৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য আমদানি এবং ১২৮৬ মিলিয়ন ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানি করে।
২৯ জুন, ২০১৬ তারিখে জাপান বাংলাদেশকে ৬টি বৃহৎ প্রকল্পে (যোগাযোগ খাতসহ) ১.৫ বিলিয়ন ডলার (১১,৬০০ কোটি টাকা) ঋণ সহায়তা প্রদানে চুক্তিবদ্ধ হয়, যা ১৯৭৬ সালের পর সর্বোচ্চ ঋণ সহায়তা চুক্তি। এ ঋণ বাৎসরিক ০.০১% হারে ৪০ বছরে পরিশোধযোগ্য। এ ধরনের ঋণ নির্দিষ্ট প্রকল্প ভিত্তিক হলেও তা বাণিজ্য সম্পর্ককে প্রভাবিত করে। জাপান পররাষ্ট্রবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী দেশটি ২০২১-২০২২ সালে ৭২৬ মিলিয়ন ডলার মূল্যের তৈরি পোশাক ও ৬৬ মিলিয়ন ডলার মূল্যের চামড়াজাত সামগ্রী বাংলাদেশ থেকে আমদানি করে এবং বাংলাদেশে ১৮২২ মিলিয়ন ডলার মূল্যের পণ্য (পরিবহন যন্ত্রপাতি, লৌহ, ইস্পাত ও যানবাহন) রপ্তানি করে।

জাপানের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্পর্ক

	২০২১-২০২২	২০২০-২০২১	২০১৯-২০২০
রপ্তানি	১২৮৫.৭১	১৩৫৩.৮৫	১১৮৩.৬৪
আমদানি	১৮৫৮	৩৪০২	২৪৬৮

জাপানে রপ্তানিকৃত পণ্যসমূহ: বাংলাদেশ জাপানে যেসব পণ্যসমূহ রপ্তানি করে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

পণ্যের বিবরণ	রপ্তানির পরিমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
১. রেডিমেট গার্মেন্টস	৭২৬
২. চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য	৬৬
৩. হোম টেক্সটাইল	২৮
৪. মাছ, চিংড়ি	১২

জাপানের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্পর্ক

জাপান আমদানীকৃত পণ্যসমূহ: বাংলাদেশ চীনে যেসব পণ্য আমদানী করে সেগুলো হলো-

পণ্যের বিবরণ	আমদানীর পরিমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
১. নৌকা, জাহাজ ও ভাসমান কাঠামো	৭২১
২. লৌহ ও ইস্পাত	৬৪১
৩. যানবাহন ও খুচরা যন্ত্রপাতি	৪৬০
৪. পারমাণবিক, মেশিনারিজ ও খুচরা যন্ত্রপাতি	৩১২
৫. আলোক, সিনেমাটোগ্রাফি এবং মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি	৬২

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – বাণিজ্য

টপিক – ০৮ দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্পর্ক

দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্পর্ক

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্পর্ক

১৯৭২ সালে মে মাস থেকে বাংলাদেশের সাথে দক্ষিণ কোরিয়ার কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সে সময় থেকে ধীরে ধীরে দুই দেশের জনগণের মধ্যে সরকারি উদ্যোগের কারণে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, পারস্পরিক দক্ষতা ও প্রযুক্তির বিনিময়, শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের জন্য গভীর সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে।

সম্প্রতি কোরিয়া সরকার কোরিয়া ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (KOICA)-র মাধ্যমে বাংলাদেশের সাথে একটি সহযোগী উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের বৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্পে সহযোগিতার জন্য কোরিয়ান এক্সিম ব্যাংক সফটলোন এর ব্যবস্থা করেছে। দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশের রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (EPZ) এর বৃহত্তম বিনিয়োগকারী দেশ। দেশটি ২০০৭ সালে ২৭৯টি সরাসরি এবং যৌথভাবে বিনিয়োগ প্রকল্পে ৬১৯.৩৬ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করে। এগুলোর মধ্যে প্রধান খাত হলো কৃষি, খাদ্য, টেক্সটাইল, রাসায়নিক, প্রকৌশল ও সেবাশিল্প। এসব শিল্পে ৭২,০০০ বাংলাদেশির কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্পর্ক

৩ ডিসেম্বর ২০১৭, বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ কোরিয়া সরকার EDCF (Economic Development Co-operation Fund) বাংলাদেশে কার্যকর করার জন্য চুক্তি সই করে। এর আওতায় বাংলাদেশ এক বিলিয়ন ডলারের উপর অর্থ সহায়তা পাবে। এর সাহায্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার (কর্ণফুলি নদীর উপর রেল ও সেতু নির্মাণ) এবং ICT শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রসার ঘটবে যা দুই দেশের বাণিজ্য সম্পর্ককে প্রভাবিত করবে।

বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়া একে অপরের খুব গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য অংশীদার। ১৯৭৩ সালে একটি বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে এই দুই দেশে বিনিয়োগ শুরু হয়, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতিবছর নবায়ন হচ্ছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ দক্ষিণ 'কোরিয়া থেকে ১৪৯২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য আমদানি করে। অন্যদিকে রপ্তানি করে ৬২৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই দুই দেশের বাণিজ্য সমতা নিচে প্রদান করা হলো:

দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্পর্ক

	২০২১-২০২২	২০২০-২০২১	২০১৯-২০২০
রপ্তানি	৬২৪	৬৫১	৩১২
আমদানি	১৪৯২	১৪৯৩	১১২৭

বাংলাদেশ থেকে কোরিয়াতে রপ্তানিকৃত দ্রব্য: বাংলাদেশ কোরিয়াতে যেসব পণ্য রপ্তানি করে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য, পাট ও পাটজাত দ্রব্য, তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার, টুপি, জুতা, হোম টেক্সটাইল, ফার্নেস তেল, তামার তার, হিমায়িত খাদ্য, তামাক, ওষুধ ইত্যাদি।

পণ্যের বিবরণ	রপ্তানির পরিমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
১.বস্ত্র ও তৈরি পোশাক	৪৪২
২.ক্রিড়া ও বিনোদন সামগ্রী	৩০৩
৩. চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য	৭.৯৬
৪.জুতা	১৪.০৫
৫.তামা ও তামাজাত সামগ্রী	১২.০৯

দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্পর্ক

কোরিয়া থেকে বাংলাদেশে আমদানিকৃত প্রধান দ্রব্যসমূহ: কোরিয়া থেকে বাংলাদেশ যেসব পণ্য আমদানি করে সেগুলো হলো যন্ত্রপাতি ও স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি, প্লাস্টিক সামগ্রী, টেক্সটাইল পণ্য, খনিজ পণ্য, অটোমোবাইলস, খাদ্যদ্রব্য, চশমা ও ক্যামেরা, জুতা, বৈদ্যুতিক ও ইলেক্ট্রনিক্স পণ্য, রাসায়নিক ও পেপার পণ্য ইত্যাদি। ২০২২ সালে কোরিয়া থেকে বাংলাদেশ প্রায় ১৪৯২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সমমূল্যের পণ্য আমদানি করে।

পণ্যের বিবরণ	আমদানীর পরিমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
১. নৌকা, জাহাজ ও ভাসমান কাঠামো	৪১১
২. পারমাণবিক, মেশিনারিজ ও খুচরা যন্ত্রপাতি	২১৩
৩. প্লাস্টিক সামগ্রী	২০৩
৪. লৌহ ও ইস্পাত	১১১
৫. খনিজ জ্বালানি	১০৪

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – বাণিজ্য

টপিক – ০৯ যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্পর্ক

যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্পর্ক

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্পর্ক

যুক্তরাজ্যের সাথে সাম্প্রতিক অর্থবছরগুলোতে বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানির একটি তুলনামূলক অবস্থা দেখানো হলো:

	২০২২-২০২৩	২০২১-২০২২	২০২০-২০২১
রপ্তানি আমদানি	৫৩১০ ৫৫০	৪৮২৮.০৮ ৫৯০	৩৭৫১.২৭ ৩৯০

যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্পর্ক

	২০২১-২০২২	২০২০-২০২১	২০১৯-২০২০
রপ্তানি	৬২৪	৬৫১	৩১২
আমদানি	১৪৯২	১৪৯৩	১১২৭

বাংলাদেশ যেসব দেশে উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি করে সেগুলোর মধ্যে যুক্তরাজের অবস্থান তৃতীয়। যুক্তরাজ্যে রপ্তানিকৃত প্রধান পণ্যসমূহ: বাংলাদেশ যুক্তরাজ্যে যেসব পণ্য রপ্তানি করে সেগুলোর মধ্যে ওভেন, গার্মেন্টস সামগ্রী, নিটওয়্যার, হিমায়িত খাদ্য, পাটজাত পণ্য এবং কৃষিপণ্য প্রধান।

পণ্যের বিবরণ	রপ্তানির পরিমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
১. রেডিমেড গার্মেন্টস	৩৩১৯
২.মাছ, চিংড়ি	৬১
৩. হোম টেক্সটাইল	৬৪
৪. চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য	১৯

যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্পর্ক

যুক্তরাজ্য থেকে আমদানিকৃত প্রধান পণ্যসমূহ: বাংলাদেশ যুক্তরাজ্য থেকে যেসব পণ্য আমদানি করে সেগুলোর মধ্যে খনিজ দ্রব্যাদি, পরিবহন যন্ত্রাংশ, জাহাজ, বোট, মেশিন ও মেকানিক্যাল যন্ত্রপাতি, সার, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি অন্যতম। যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশ যেসব পণ্যদ্রব্য রপ্তানি করে তা থেকে সংগৃহীত আয়, অপেক্ষা পণ্য আমদানিতে যে ব্যয় হয় তা তুলনামূলক কম। অর্থাৎ যুক্তরাজ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের আমদানি ব্যয় কম।

পণ্যের বিবরণ	আমদানি পরিমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
১. লৌহ সামগ্রী	২৯৫
২. গাড়ি ও বিমানের যন্ত্রাংশ	৫৪.২
৩. ইলেকট্রিক সামগ্রী	১৯.৩
৪. গ্যাসটারবাইন	১৮.৩

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – বাণিজ্য

টপিক – ১০ বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে অপ্রচলিত পণ্য ও জনশক্তি রপ্তানি

বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে অপ্রচলিত পণ্য ও জনশক্তি রপ্তানি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানি (Export of Non-Traditional Goods)

যেসব পণ্যের ব্যবহার দেশে সবচেয়ে কম বা নেই সেসব পণ্যকে অপ্রচলিত পণ্য বলে। বাংলাদেশ বৈদেশিক বাণিজ্যের সাথে যুক্ত হওয়ার পর থেকেই প্রচলিত ও অপ্রচলিত উভয় পণ্য রপ্তানি করে আসছে। বাংলাদেশ যেসব অপ্রচলিত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে সেগুলোর মধ্যে তৈরি পোশাক চামড়া ও হস্ত শিল্পজাত দ্রব্য উল্লেখযোগ্য। এসব অপ্রচলিত পণ্যের মধ্যে বাংলাদেশ তৈরি পোশাক রপ্তানির মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। দ্বিতীয় অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানিতে রয়েছে চামড়াজাত দ্রব্য। উল্লেখ্য তৈরি পোশাক ও চামড়াজাত দ্রব্য দীর্ঘদিন ধরে রপ্তানি বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখায় এগুলো বর্তমানে প্রচলিত পণ্যের তালিকায় চলে এসেছে।

বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে অপ্রচলিত পণ্য ও জনশক্তি রপ্তানি

(ক) তৈরি পোশাক: তৈরি পোশাক শিল্প বর্তমানে বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানিমুখী শিল্প। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ তৈরি পোশাক খাত থেকে ৪৮.০৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করে যা মোট রপ্তানির ৮৬.৫৫ শতাংশ। বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের প্রধান আমদানিকারক দেশ হলো যুক্তরাষ্ট্র। এছাড়া জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, পূর্ব ইউরোপের দেশসমূহ এবং মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কয়েকটি দেশে দেশটি তৈরি পোশাক রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। এ দেশের তৈরি পোশাকের মধ্যে শার্ট, পায়জামা, জিন্স প্যান্ট, জ্যাকেট, ট্রাউজার, গেঞ্জি, সোয়েটার, পুলওভার, ড্রেস, গ্লাভস, খেলাধুলার পোশাক, শীতকালীন পোশাক, নাইট ড্রেস প্রভৃতি বিদেশে যথেষ্ট সমাদৃত। নিচের সারণিতে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে পোশাক শিল্পের মোট রপ্তানি আয় দেখানো হলো:

সাল	আয়	সাল	আয়
২০১৭-২০১৮	৩০১৪৭.৭৬	২০২০-২০২১	৩২৫৮৮.৭৬
২০১৮-২০১৯	৩৪৯৮৪.৯৯	২০২১-২০২২	৪৪২৩৫.০৯
২০১৯-২০২০	৩৩৬৭৪,০৯	২০২২-২০২৩	৪৮০৮৬,৯০

(খ) চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা: বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যগুলোর মধ্যে চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য অন্যতম। এসব দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করে দেশটি প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। এ দেশের চামড়া প্রধানত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, বেলজিয়াম, পোল্যান্ড, জাপান প্রভৃতি দেশে রপ্তানি করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ এ খাত থেকে ১২২৩.৬১ মিলিয়ন ডলার আয় করে (সূত্র: রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো-২০২৩)।

(গ) হস্তশিল্পজাত দ্রব্য: বিদেশের বাজারে বাংলাদেশের হস্তশিল্পজাত দ্রব্যের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। বিভিন্ন হস্তশিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ এ খাত থেকে ৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে।

জনশক্তি রপ্তানি (Man-Power Export)

বাংলাদেশের জনশক্তি বিদেশে প্রেরণ শুরু করা হয় ১৯৭৬ সালে। জনশক্তি, কর্মসংস্থান এবং প্রশিক্ষণ ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রবাসী আয় (remittance) প্রায় ২১৫০৭৪ কোটি টাকা (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪)।

সৌদি আরব	সংযুক্ত আরব আমিরাত	কাতার	ওমান	বাহরাইন	কুয়েত	যুক্তরাষ্ট্র	যুক্তরাজ্য	মালয়েশিয়া	সিংগাপুর	অন্যান্য	মোট
৩৭৬৫.৩	৩০৩৩.৯	১৪৫২.৭	৭৯০.৭	৫২৮.৩	১৫৫৫.২	৩৫২২	২০৮০.৪	১১২৫.৯	৪২৩.৩	১৬৫১.৩	১৯৯২৮.৯

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪

এছাড়া বাংলাদেশ থেকে আরও কিছু অপ্রচলিত পণ্য যেমন- অশোধিত সার, চিটাগুড়, দিয়াশলাই, পারটেক্স, রেয়ন, নারিকেলের ছোবড়া, গরুর ভুঁড়ি, মসলা, ফুলের ঝাড়ু, ওষুধ প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – বাণিজ্য

টপিক – ১১ বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির গুরুত্ব

বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির গুরুত্ব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির গুরুত্ব

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতিতে রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির গুরুত্ব অপরিসীম। অনেক উন্নয়নশীল দেশ আছে যারা নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে খুব কম সংখ্যক পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে। কিন্তু বাংলাদেশ দিন দিন রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটিয়েছে। বাংলাদেশ যেসব পণ্য রপ্তানি করে উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সেগুলোর মধ্যে তৈরি পোশাক, চামড়া, চামড়াজাত পণ্য, পাট ও পাটজাত দ্রব্য, সিরামিক সামগ্রী, প্রকৌশল দ্রব্যাদি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির গুরুত্ব আলোচনা করার পূর্বে এর দুটি দিক লক্ষণীয়। যথা-

১. উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি: বাংলাদেশে রপ্তানিযোগ্য বিভিন্ন পণ্যের উৎপাদন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। যুদ্ধপরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন পণ্যের যে পরিমাণ উৎপাদন হয়েছে তা থেকে বর্তমানে ঐ একই পণ্যের উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৫-১৬ সালে পাট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৫ মিলিয়ন বেলস, এই উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬-১৭ সালে হয় ৯.২ মিলিয়ন বেলস। ২০২২-২৩ অর্থবছরে তা দাঁড়িয়েছে ৮৪.১৪ লক্ষ বেলস। এছাড়া ৮.২৭ লক্ষ মেট্রিক টন পাটজাত দ্রব্য উৎপাদিত হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এভাবে বিভিন্ন

বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির গুরুত্ব

রপ্তানি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কাঁচাপাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ ২০২২-২৩ সালে ৯১২.২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করে।

২. রপ্তানিযোগ্য পণ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি: বাংলাদেশ আগে খুব অল্প সংখ্যক পণ্য বিদেশে রপ্তানি করতো। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে শিল্পের প্রসার ঘটায় কৃষি পণ্যের পাশাপাশি শিল্পদ্রব্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ৭০-৮০-র দশকে কৃষি ও শিল্পজাত পণ্যের মধ্যে কিছু পণ্য রপ্তানি করা হতো কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতে এসে তৈরি পোশাকের পাশাপাশি নিটওয়্যার, প্লাস্টিক সামগ্রী, জুতা, সিরামিক সামগ্রী, ওষুধ এমনকি ফুলের ঝাড়ু, গরুর ভুঁড়িও বিদেশে রপ্তানি করা হয়।

বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির গুরুত্ব

এ প্রেক্ষিতে রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির গুরুত্ব হলো-

১. জাতীয় আয়ের উৎস: বাংলাদেশের আয়ের অন্যতম উৎস রপ্তানিযোগ্য পণ্য। রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। হিমায়িত মাছ, শুঁটকি, পোশাক শিল্প, চামড়াজাত পণ্য, হস্তশিল্প ইত্যাদি রপ্তানিযোগ্য পণ্য থেকে প্রতিবছর রপ্তানি শুল্ক আদায়ের মাধ্যমে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। মূলত রপ্তানি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে জাতীয় আয়ও বৃদ্ধি পায়।

২. কাঁচামালের উৎপাদন বৃদ্ধি: বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি করা হয়। পাটজাত পণ্যের কাঁচামাল পাট বাংলাদেশে প্রচুর জন্মে। রপ্তানি দ্রব্যের অধিকাংশেরই কাঁচামাল কৃষি থেকে আসে। তাই সেসব কাঁচামাল উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় রপ্তানি পণ্যগুলোর উৎপাদনও বৃদ্ধি পাচ্ছে। পোশাক শিল্পের কাঁচামাল তুলা যশোর অঞ্চলে ব্যাপকভাবে চাষ করা হয় আবার রাজশাহী অঞ্চলে রেশম ও গুটি পোকার চাষ করে পোশাক শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ করা হয়। এভাবে বিভিন্ন রপ্তানি দ্রব্যের কাঁচামালের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় বিশ্ববাজারে পণ্যসমূহের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির গুরুত্ব

৩. রপ্তানি আয়ের উৎস: রপ্তানিযোগ্য পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রতিবছর প্রচুর পরিমাণে আয় করে থাকে। পোশাক, হোম টেক্সটাইল, রাসায়নিক দ্রব্য, পাটশিল্প রপ্তানির মাধ্যমে প্রচুর অর্থ উপার্জিত হয়। অর্থাৎ এসব দ্রব্য রপ্তানি আয়ের একটি অন্যতম উৎস। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ২০২৩ তথ্যমতে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ৫৫,৫৫৮.৭৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। সুতরাং বলা যায়, রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে আর তাই রপ্তানি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

৪.আমদানি হ্রাস: বাংলাদেশ প্রতিবছর খাদ্য ঘাটতি ও পণ্য ঘাটতি পূরণের জন্য বিদেশ থেকে প্রচুর পণ্য ও খাদ্যদ্রব্য আমদানি করে। ফলে দেশের অর্থের একটি বড় অংশ বিদেশে চলে যায়। কিন্তু রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারলে দেশের অর্থ দেশেই থাকবে এবং দেশের খাদ্য ঘাটতি ও দ্রব্য ঘাটতি হ্রাস পাবে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে দেশের বিভিন্ন সরকারের আমলে আমদানি হ্রাস করে রপ্তানি দ্রব্য উৎপাদনের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যে কারণে বিগত বছরগুলোতে পোশাক শিল্পের উৎপাদন অধিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ পোশাক পণ্য ছাড়াও রাসায়নিক দ্রব্য, ওষুধ ইত্যাদি পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করায় এগুলোর আমদানি হ্রাস পেয়েছে।

বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির গুরুত্ব

৫.অধিক বৈদেশিক মুদ্রার্জন: বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রেও রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির যথেষ্ট অবদান রয়েছে। রপ্তানি পণ্যের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে আমদানির জন্য প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন। তাই বাংলাদেশ রপ্তানি পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে পূর্বের তুলনায় অধিক বৈদেশিক মুদ্রার্জন করছে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪ অনুসারে বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ ২৪০৯১.৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (২১ মে, ২০২৪)।

৬. কর্মসংস্থান বৃদ্ধি: বাংলাদেশে শিক্ষার উন্নয়নের সাথে সাথে বেকার সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু সেভাবে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাচ্ছে না। তাই রপ্তানি পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় বিভিন্ন শিল্প কারখানায় হাজার হাজার লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। কৃষিতে আগে থেকেই অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ রয়েছে। এরূপ পরিস্থিতিতে বিভিন্ন শিল্প কারখানায় রপ্তানি পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে রপ্তানি দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির গুরুত্ব

৭. অবাধ বাণিজ্য নীতি: আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন সরকার বিভিন্ন সময়ে অনেক নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন। কিন্তু রপ্তানিজাত পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় বিভিন্ন দেশে রপ্তানির লক্ষে অবাধ বাণিজ্য নীতি গ্রহণ করেছে সরকার। অবাধ বাণিজ্য নীতির কারণে উৎপাদিত পণ্য দেশের চাহিদা মিটিয়ে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ফ্রান্স, সার্কভুক্ত দেশে রপ্তানি করা সম্ভব হচ্ছে। অবাধ বাণিজ্য নীতির কারণে বাংলাদেশের সাথে চীন, জাপান ও ভারতের সাথে বন্ধুপ্রতীম বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। তাই অবাধ বাণিজ্যের জন্য রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির গুরুত্ব অপরিসীম।

৮. বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় হ্রাস: বাংলাদেশকে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে পণ্য আমদানি এবং দেশের খনি থেকে বিভিন্ন খনিজ পণ্য উত্তোলন করতে হয়। কিন্তু বর্তমানে এসব মুদ্রা ব্যয় হ্রাস করার জন্য রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সরকারি ও বেসরকারিভাবে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির গুরুত্ব

৮. আধুনিক পদ্ধতির প্রবর্তন: আগে বাংলাদেশের মানুষ প্রাচীন পদ্ধতিতে চাষাবাদ এবং শিল্পের পণ্য উৎপাদন করত কিন্তু সময়ের সাথে সাথে উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশে পণ্য উৎপাদন ও কৃষিজাত রপ্তানি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে আধুনিক পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়েছে। ধান থেকে চাল তৈরিতে এখন কম্পিউটারাইজড পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। একইভাবে রপ্তানিযোগ্য পণ্যগুলো উন্নত প্রযুক্তি ও মেশিনারিজ দিয়ে উৎপাদন করা হচ্ছে ফলে পণ্যগুলোর গুণগত মান বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কারণে বাংলাদেশের শুরুর দিকে পণ্য উৎপাদন যে পরিমাণ ছিল তা থেকে উৎপাদন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই আধুনিক পদ্ধতির প্রবর্তনে রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির গুরুত্ব রয়েছে।

৯. দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন: বাংলাদেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির গুরুত্ব অপরিসীম। শুধু তৈরি পোশাক শিল্পই নয় হিমায়িত মাছ, প্লাস্টিক সামগ্রী, পাট ও পাটজাত দ্রব্য, চামড়াজাত পণ্য ইত্যাদি রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে দ্রুত রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী জিডিপিতে নীট রপ্তানির অবদান ৫৫,৫৫৮.৭৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। তাই দেখা যাচ্ছে রপ্তানি পণ্য বা আয় বৃদ্ধির দ্বারা দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংঘটিত হচ্ছে।

বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির গুরুত্ব

১০. জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন: জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির গুরুত্ব অপরিসীম। শ্রমিক ও অন্যদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদনের সাথে জড়িত। গত শতাব্দীর শেষের দিকে বাংলাদেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিচু ছিল, কিন্তু শিল্প স্থাপন ও রপ্তানি দ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধির কারণে বর্তমানে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ঘটেছে।

১১. মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি: কোনো দেশ কতখানি উন্নত তা নির্ণয় করা যায় সে দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় কী পরিমাণ তা দেখে। বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪-র তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের বর্তমান (২০২৩-২০২৪) মাথাপিছু জাতীয় আয় ২৬৭৫ মার্কিন ডলার। মাথাপিছু আয় দিন দিন বৃদ্ধি, রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির গুরুত্ব নির্দেশ করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – বাণিজ্য

টপিক – ১২ বৈদেশিক বাণিজ্যভুক্ত দেশে বাংলাদেশের বাণিজ্যের সুবিধা

বৈদেশিক বাণিজ্যভুক্ত দেশে বাংলাদেশের বাণিজ্যের সুবিধা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বৈদেশিক বাণিজ্যভুক্ত দেশে বাংলাদেশের বাণিজ্যের সুবিধা

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিভিন্ন দেশের সাথে বেশ কিছু সুবিধা ভোগ করে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে দেশটি বর্তমান স্থিতিশীল অবস্থায় এসেছে। এর মধ্যে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন দেশের সাথে পণ্য আমদানি-রপ্তানির মাধ্যমে বাণিজ্য সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। নিচে বৈদেশিক বাণিজ্যভুক্ত দেশে বাংলাদেশের বাণিজ্যের সুবিধাগুলো আলোচনা করা হলো:

১. মোট উৎপাদন ও ভোগ বৃদ্ধি: বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলে দেশের মোট উৎপাদন ও ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।যে অঞ্চলে যে কৃষি পণ্য ভালো উৎপাদন হয় সে অঞ্চলে সেই পণ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। যেমন-রংপুর, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর ইত্যাদি জেলায় অধিক পাট উৎপাদন করা হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় এরূপ বিভিন্ন কৃষি ও শিল্প পণ্য উৎপাদনের ফলে আমদানি-রপ্তানিতে বাংলাদেশ সুবিধা ভোগ করে। এর ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যভুক্ত দেশে বাংলাদেশি পণ্যের ভোগ বৃদ্ধি পায়। তাই বাংলাদেশ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সুবিধাও ভোগ করে।

২. প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার: বাণিজ্যের দ্বারা বৈদেশিক বাজারের সুযোগ গ্রহণ করা যায় বলে দেশের রপ্তানি দ্রব্যের বিস্তৃতি ঘটে। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে (যেমন- কাঁচা পাট থেকে ব্যাগ তৈরি) আন্তর্জাতিক বাজারে বিপুল পরিমাণ পণ্য দ্রব্য রপ্তানি করা সম্ভব হয়।

বৈদেশিক বাণিজ্যভুক্ত দেশে বাংলাদেশের বাণিজ্যের সুবিধা

৩. অনুৎপাদিত দ্রব্য ভোগের সুবিধা: কোনো দেশই তার প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য উৎপাদন করতে পারে না। বাংলাদেশ যেসব দ্রব্য উৎপাদন করতে পারে না সেগুলো আমদানি করে ভোগ করে। যেমন- বাংলাদেশ চাল, গম, তেলবীজ, ভোজ্যতেল, সার ইত্যাদি পণ্য ভারত, চীন, সিঙ্গাপুর, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান প্রভৃতি দেশ থেকে প্রতিবছর আমদানি করে ভোগের সুবিধা নেয়।

৪. সাংস্কৃতিক ও নৈতিক উন্নতি: বাণিজ্য প্রসারের সাথে সাথে সাংস্কৃতিক ও নৈতিক উন্নতি ঘটে। বিভিন্ন দেশের সাথে যোগাযোগের ফলে বাংলাদেশ বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হয় এবং ঐসব দেশের যা ভালো তা গ্রহণ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

৫. আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য ও শান্তি বৃদ্ধি: বাংলাদেশ বিভিন্ন দেশের সাথে যখন বাণিজ্য করে তখন ঐসব দেশের সাথে অর্থনৈতিক আদান-প্রদান ঘটে। ফলে ঐসব দেশের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন-বাংলাদেশের সাথে চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ইত্যাদি দেশের সাথে বাণিজ্য সংঘটিত হওয়ায় এসব দেশের সাথে সৌহার্দ্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে এসব দেশ বাংলাদেশকে বিভিন্ন আর্থিক সহায়তা প্রদান করে।

বৈদেশিক বাণিজ্যভুক্ত দেশে বাংলাদেশের বাণিজ্যের সুবিধা

৬. উৎপাদন ব্যয় হ্রাস এবং কম দামে ক্রয়-বিক্রয়: বৈদেশিক বাণিজ্যভুক্ত দেশে বাংলাদেশ বাণিজ্যের দ্বারা বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনে সুবিধা লাভ করতে পারে। যেমন- ইপিজেড স্থাপনের মাধ্যমে পণ্য উৎপাদন, এতে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায় এবং কম দামে দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করা সম্ভব হয়।

৭. অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি: বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পায় এবং উন্নয়ন ঘটে। যেমন- জাপানের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সুসম্পর্ক থাকায় সরকারিভাবে এবং অনেক বেসরকারি জাপানি প্রতিষ্ঠানও বাংলাদেশে বিভিন্ন অর্থনৈতিক সহযোগিতা করে থাকে।

৮. প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা: প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রচুর খাদ্যশস্য নষ্ট হয়। এসব খাদ্যশস্য নষ্ট হলে এবং খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্যের ঘাটতি দেখা দিলে বৈদেশিক বাণিজ্যের সাহায্যে খাদ্যশস্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমদানি করা হয় এবং দুর্ভিক্ষজনিত পরিস্থিতি হতে দেশকে রক্ষা করা যায়। বাংলাদেশে সিডর, আইলা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে উপকূলীয় অঞ্চলে এখনো পর্যন্ত বিদেশ থেকে সহযোগিতা পাওয়া যায়। এটা বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্পর্কের কারণেই সম্ভব হয়েছে।

বৈদেশিক বাণিজ্যভুক্ত দেশে বাংলাদেশের বাণিজ্যের সুবিধা

৯. সম্পদের বণ্টন ও বিনিয়োগ: প্রতিটি দেশে সম্পদের অপর্যাপ্ততার কারণে সব সম্পদ সমভাবে বণ্টন করা যায় না। কিন্তু বৈদেশিক বাণিজ্যের কারণে বাংলাদেশ অন্য দেশ থেকে এবং অন্য যেকোনো দেশ বাংলাদেশ থেকে সম্পদের আদান প্রদানের মাধ্যমে সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন নিশ্চিত করতে পারে। বাংলাদেশ বাণিজ্যের ফলে সম্পদ বিনিয়োগেও সুবিধা লাভ করে।

১০. উৎপাদনকারীর দক্ষতা: বৈদেশিক বাণিজ্যের কারণে বাংলাদেশের উৎপাদনকারীদের দক্ষতা বাড়ে। কারণ আন্তর্জাতিক বাজারে টিকে থাকার জন্য দ্রব্যের মান উন্নত ও দাম কম করা প্রয়োজন হয়। প্রত্যেক উৎপাদনকারী নতুন নতুন কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে দ্রব্যের মান উন্নত ও উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করার জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করে। এতে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

বৈদেশিক বাণিজ্যভুক্ত দেশে বাংলাদেশের বাণিজ্যের সুবিধা

১১. উদ্বৃত্ত দ্রব্যের ব্যবহার: প্রাকৃতিক ও অন্যান্য সুবিধার জন্য কোনো দেশ তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপাদন করলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করা যায়। যেমন- বাংলাদেশে অনুকূল আবহাওয়ার কারণে পাট অধিক উৎপাদিত হয়। এ কারণে পাট ও পাটজাতদ্রব্য দ্বারা দেশের চাহিদা মিটিয়ে উদ্বৃত্ত অংশ বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হয়।

সুতরাং বলা যায়, বৈদেশিক বাণিজ্যভুক্ত দেশে বাংলাদেশের বিভিন্ন রপ্তানি দ্রব্যের চাহিদা থাকায় বাংলাদেশ সেসব দেশে পণ্যদ্রব্য রপ্তানি করে বাণিজ্য সুবিধা ভোগ করে। আবার বিভিন্ন পণ্য আমদানি করেও বিভিন্ন দেশের সাথে বাণিজ্য সুবিধা ভোগ করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – বাণিজ্য

টপিক – ১৩ বৈদেশিক বাণিজ্যভুক্ত দেশে বাংলাদেশের বাণিজ্যের অসুবিধা

বৈদেশিক বাণিজ্যভুক্ত দেশে বাংলাদেশের বাণিজ্যের অসুবিধা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বৈদেশিক বাণিজ্যভুক্ত দেশে বাংলাদেশের বাণিজ্যের অসুবিধা

বাংলাদেশ বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য আমদানি-রপ্তানির মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের সাথে বাণিজ্য করে থাকে। এই বাণিজ্যের ফলে অনেক সময় কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হয়। বৈদেশিক বাণিজ্যের কারণে বাংলাদেশ যেসব অসুবিধা ভোগ করে তা নিচে বর্ণনা করা হলো:

১. সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধা: বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলে কোনো দেশেরই নিজ শক্তিতে সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয় না। কোনো দেশ কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনে আবার কোনো দেশ শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনে বিশিষ্টতা অর্জন করে। ফলে একই দেশে কৃষি ও শিল্পের এক সাথে সুষম উন্নয়ন ঘটে না। বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও প্রধান কৃষিজ পণ্য ধান বা চাল বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। আবার তৈরি পোশাক শিল্প অধিক রপ্তানি করে থাকে। ফলে বাংলাদেশের সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈদেশিক বাণিজ্য বাধার সৃষ্টি করে।

বৈদেশিক বাণিজ্যভুক্ত দেশে বাংলাদেশের বাণিজ্যের অসুবিধা

২. আত্মনির্ভরশীলতার পরিপন্থী: বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলে কোনো দেশ তার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য আত্মনির্ভরশীল হতে পারে না। বাংলাদেশ কিছু দ্রব্য উৎপাদনে পারদর্শিতা অর্জন করতে গিয়ে অন্যান্য দ্রব্যের জন্য অন্য দেশের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। এরূপ পরনির্ভরশীলতা প্রতিকূল পরিস্থিতির সময় দেশের জন্য বিপজ্জনক। কেননা পরনির্ভরশীলতার ফলে বিদেশি শক্তিশালী দেশগুলো বাংলাদেশের অভ্যন্তরে হস্তক্ষেপ করতে পারে।

৩. ভবিষ্যৎ স্বার্থ ক্ষুণ্ণ: বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলে কোনো কোনো দেশের প্রাথমিক ও বর্তমান লাভ অর্জনের স্পৃহা এত বেশি প্রবল হয় যে ঐ দেশগুলোর ভবিষ্যৎ স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হতে পারে। অনেক দেশ ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের কথা চিন্তা না করে বর্তমান লাভের আশায় দেশ হতে অবাধে কাঁচামাল, খনিজ সম্পদ, বনজ সম্পদ রপ্তানি করতে পারে। এতে ভবিষ্যতে উন্নয়ন প্রচেষ্টা ব্যাহত হতে বাধ্য। যেমন; বাংলাদেশ কৃষিজাত কিছু কাঁচামাল (কাঁচা পাট) যেভাবে রপ্তানি করছে তাতে ঐসব পণ্যের ভবিষ্যৎ অবস্থার অবনতি ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে।

বৈদেশিক বাণিজ্যভুক্ত দেশে বাংলাদেশের বাণিজ্যের অসুবিধা

৪. ক্ষতিকর দ্রব্য আমদানি: বৈদেশিক বাণিজ্যের সুযোগে অনেক সময় ব্যবসায়ীগণ বেশি মুনাফা অর্জনের আশায় ক্ষতিকর ও বিলাস দ্রব্য আমদানি করে। বাংলাদেশ বেশ কিছু রাসায়নিক পদার্থ ও দ্রব্য এবং বিলাস সামগ্রী চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া থেকে আমদানি করছে। এগুলোর বেশির ভাগই বাংলাদেশের স্থানীয় বিলাস সামগ্রীর উৎপাদনকে হ্রাস করছে এবং জনগণের আর্থিক ও শারীরিক ক্ষতি বৃদ্ধি করছে।

৫. দেশীয় শিল্প প্রসারের পরিপন্থী: বৈদেশিক বাণিজ্য বাংলাদেশের দেশীয় শিল্পের উন্নতির অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। বিদেশ হতে আমদানিকৃত দ্রব্য কম দামে পাওয়া গেলে জনগণ দেশীয় দ্রব্য ক্রয় করতে চায় না। যেমন: চীন থেকে আমদানিকৃত কিছু পোশাক, ইলেকট্রনিকস্ ও খেলনা সামগ্রীর জন্য আমাদের এসব দেশীয় পণ্যের উৎপাদন ও ব্যবহার হ্রাস পাচ্ছে। ফলে দেশীয় শিল্পের উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে।

৬. উন্নত দেশের অবাধ শোষণের সুযোগ: বৈদেশিক বাণিজ্যের সুযোগে উন্নত দেশের সাথে অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের অসম প্রতিযোগিতার ফলে অনুন্নত দেশগুলো বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দরিদ্র দেশ কম দামে নিজ দ্রব্য বিক্রয় এবং বেশি দামে বিদেশি দ্রব্য ক্রয় করতে বাধ্য হয়। এভাবে উন্নত দেশের শোষণ অবাধে চলতে থাকে। এক সময় ব্রিটিশদের শোষণের ফলে এদেশের বাণিজ্যে উন্নয়ন ঘটেনি।

বৈদেশিক বাণিজ্যভুক্ত দেশে বাংলাদেশের বাণিজ্যের অসুবিধা

৭. দ্বন্দ্ব ও সংঘাত: দ্বন্দ্ব ও সংঘাত সৃষ্টি হওয়া বৈদেশিক বাণিজ্যের একটি অন্যতম অসুবিধা। বাংলাদেশ বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলে কাঁচামাল আমদানি ও শিল্পজাত পণ্য রপ্তানির উদ্দেশ্যে নতুন নতুন বাজার খুঁজতে গিয়ে অবাঞ্ছিত প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে পারে। ফলে যেকোনো সময় বাণিজ্যভুক্ত দেশের সাথে স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও সংঘাত সৃষ্টি হতে পারে।

৮. ডাম্পিং: অনেক সময় বৈদেশিক বাণিজ্যের সুযোগ নিয়ে এক দেশ অন্য দেশের শিল্পকে ধ্বংস করার জন্য নামমাত্র দামে প্রচুর পরিমাণে দ্রব্য রপ্তানি করতে পারে। এতে দ্বিতীয় দেশটির শিল্প ও বাণিজ্য বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। বাংলাদেশেও দু'একটি পণ্য এশিয়ার কয়েকটি দেশ (যেমন- পাকিস্তানের তৈরি বৈদ্যুতিক পাখা) রপ্তানি করছে। ঐসব দ্রব্যের পরিমাণ এতই বৃদ্ধি পাচ্ছে যে বাংলাদেশের ঐ দ্রব্যগুলোর ব্যবহার হ্রাস পাচ্ছে। এতে ডাম্পিং এর যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, বাংলাদেশ বৈদেশিক বাণিজ্যের কারণে অনেক অসুবিধা ভোগ করছে। তবে সুষ্ঠু বাণিজ্য কৌশল অবলম্বন করে এসব অসুবিধা কাটিয়ে বৈদেশিক বাণিজ্য সচল রাখা সময়ের দাবী।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – বাণিজ্য

টপিক – ১৪ বাংলাদেশের জনশক্তি আমদানিকারক প্রধান দেশসমূহের জনশক্তি চাহিদার বিবেচ্য বিষয়সমূহ

বাংলাদেশের জনশক্তি আমদানিকারক প্রধান দেশসমূহের জনশক্তি চাহিদার বিবেচ্য বিষয়সমূহ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

বাংলাদেশের জনশক্তি আমদানিকারক প্রধান দেশসমূহের জনশক্তি চাহিদার বিবেচ্য বিষয়সমূহ

বাংলাদেশের জনশক্তি আমদানিকারক দেশসমূহে বাংলাদেশী জনশক্তি চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্বাধীনতার পর থেকে এ চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়ছেই। বিশেষ করে নারী শ্রমিকের চাহিদা বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রবাসী শ্রমিক, রেমিটেন্স ও বাংলাদেশের অর্থনীতি একই যোগসূত্রে গাঁথা। কারণ বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ বেকার সমস্যা হ্রাস, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিসহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখছে। বাংলাদেশী শ্রমিকদের বিদেশে যে চাহিদা রয়েছে তার মধ্যে তৈরি পোশাক শিল্প, বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ কাজে বেশি নারী শ্রমিকের চাহিদা রয়েছে। মূলত আমদানিকারক দেশসমূহের বাংলাদেশি জনশক্তি চাহিদার মূল বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে-

ক. উভয় দেশের বাণিজ্যে সুসম্পর্ক

খ. বাংলাদেশে অধিক জনশক্তির প্রাপ্যতা

নিচে এই বিবেচ্য বিষয় দুটি আলোচনা করা হলো:

বাংলাদেশের জনশক্তি আমদানিকারক প্রধান দেশসমূহের জনশক্তি চাহিদার বিবেচ্য বিষয়সমূহ

ক. উভয় দেশের বাণিজ্যে সুসম্পর্ক: বাংলাদেশের সাথে আমদানিকারক দেশ যেমন- মালয়েশিয়া, কুয়েত, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান, বাহরাইন ইত্যাদি দেশের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সুসম্পর্ক বিদ্যমান। তাছাড়া এসব দেশের মধ্যে কিছু দেশের সাথে বাংলাদেশের পণ্যসামগ্রী আমদানি-রপ্তানি সংঘটিত হয়। আবার কয়েকটি দেশের সাথে আন্তর্জাতিক সংগঠনের সুসম্পর্ক থাকায় জনশক্তি রপ্তানিতে সুবিধা হয়েছে।

খ. বাংলাদেশে অধিক জনশক্তির প্রাপ্যতা: বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ১৬ কোটি ৯৮ লাখ লোকের বসবাস। কিন্তু এই বিপুল জনসংখ্যার সকলেই কাজ করে দেশকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছে না। তাই সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন দেশে বিপুল জনসংখ্যার বেশ কিছু অংশকে জনশক্তিতে রূপান্তর করে বিদেশে রপ্তানি করা হয়। তবে এই জনশক্তিকে শুধু বাংলাদেশ চাপ প্রয়োগে বিদেশে প্রেরণ করছে তা নয় বরং এই সহজলভ্যতার কথা বিবেচনা করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ আমাদের জনশক্তি আমদানি করছে। বাংলাদেশ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (BMET) এর তথ্য অনুসারে, ২০২২-২০২৩ সালে বৈধভাবে ৯ লাখ ৮৮ হাজার জন বাংলাদেশি শ্রমিক বিশ্বের বিভিন্ন দেশ আমদানি করে।

বাংলাদেশের জনশক্তি আমদানিকারক প্রধান দেশসমূহের জনশক্তি চাহিদার বিবেচ্য বিষয়সমূহ

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য প্রসারের জন্য এক দেশ অন্য দেশ থেকে পণ্য আমদানি-রপ্তানি করে থাকে। একইভাবে দেশের উন্নয়নের জন্য জনশক্তিও বাণিজ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন আমদানিকারক দেশ জনশক্তি আমদানি করে থাকে। এই জনশক্তি আমদানির বিভিন্ন কারণ রয়েছে। কারণগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

১. জাতীয় আয় বৃদ্ধি: বিভিন্ন দেশ জাতীয় আয় বৃদ্ধির প্রয়োজনে বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি আমদানি করে। বাংলাদেশি শ্রমিক নিষ্ঠার সাথে কাজ করে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। অধিক উৎপাদনের ফলে আমদানিকারক দেশ অতিরিক্ত পণ্য রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে এবং তা জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

২. শিল্পোন্নয়ন: আমদানিকারক দেশগুলোর আর্থ-সামাজিক কাঠামোর উন্নয়নের জন্য শিল্পোন্নয়ন অপরিহার্য। শিল্পের উন্নতির ফলে জনগণের মাথাপিছু আয় ও ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। শিল্পোন্নয়নের জন্য অধিক শ্রমের প্রয়োজন। আমদানিকারক দেশগুলোর শিল্পোন্নয়নে যে পরিমাণ শ্রমিকের প্রয়োজন তা না থাকায় বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক আমদানি করে।

বাংলাদেশের জনশক্তি আমদানিকারক প্রধান দেশসমূহের জনশক্তি চাহিদার বিবেচ্য বিষয়সমূহ

৩. বাংলাদেশের সাথে আমদানিকারক দেশের সুসম্পর্ক: অনেক দেশের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। যে দেশগুলোর সাথে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সুসম্পর্ক রয়েছে সেসব দেশ বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি আমদানি করে। এমনকি বাণিজ্যে সুসম্পর্ক থাকায় বাংলাদেশি শ্রমিকরাও ঐসব দেশে গমনে ইচ্ছুক হয়।

৪. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন: আমদানি-রপ্তানির মাধ্যমে একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো বাংলাদেশ থেকে প্রচুর জনশক্তি আমদানি করে থাকে। এতে ঐসব দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে তা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে যোগ হয়। যে দেশ ক্রমান্বয়ে প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম সে দেশ শিল্পায়ন ও জাতীয় অর্থনৈতিক দিক দিয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

৫. বাংলাদেশি শ্রমিকদের দক্ষতা ও নিষ্ঠা: বাংলাদেশি শ্রমিকদের আমদানিকারক দেশগুলোতে কর্মক্ষেত্রে অনেক সময় নানা ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। উৎপাদনের হ্রাস-বৃদ্ধি, বেতন, বোনাস ইত্যাদি বিষয়ে নানা অসন্তোষের সৃষ্টি হলে শ্রমিকরা তা দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে মোকাবিলা করে। ২০০৮ সালে মধ্যপ্রাচ্য ও মালয়েশিয়াসহ বেশ কয়েকটি দেশে শ্রমিক অসন্তোষের সৃষ্টি হয় কিন্তু বাংলাদেশি শ্রমিকদের দক্ষতা ও নিষ্ঠার জন্য এসব দেশে বর্তমানে জনশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশের জনশক্তি আমদানিকারক প্রধান দেশসমূহের জনশক্তি চাহিদার বিবেচ্য বিষয়সমূহ

৬. আমদানিকারক দেশে শিল্পের প্রসার: সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, বাহরাইন, ওমান, জর্ডান প্রভৃতি বাংলাদেশি জনশক্তি আমদানিকারক দেশে দিন দিন শিল্পের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটছে। শিল্পের এই প্রসারতার কারণে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশ থেকে এসব দেশ জনশক্তি আমদানি করে থাকে। বিশেষ করে ওমান, কাতার, মালয়েশিয়া এবং সিঙ্গাপুরে প্রচুর জনশক্তি রপ্তানি হয়েছে।

৭. বিদেশি পণ্যের আমদানি বন্ধ: আমদানিকারক দেশগুলো উৎপাদন বৃদ্ধি করে অধিক রপ্তানির চেষ্টা করে। সেই লক্ষে বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর এসব দেশ জনশক্তি আমদানি করে উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশি জনশক্তিকে কাজে লাগিয়ে ঐসব দেশ নিজ দেশের চাহিদা মেটাতে চেষ্টা করছে।

বাংলাদেশের জনশক্তি আমদানিকারক প্রধান দেশসমূহের জনশক্তি চাহিদার বিবেচ্য বিষয়সমূহ

৮. দ্রব্যের মান উন্নয়ন: আমদানিকারক দেশগুলো বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি আমদানি করে, কারণ বাংলাদেশি শ্রমিক ঐসব দেশে গিয়ে নতুন পরিবেশে নিজেকে বাঁচিয়ে এবং টিকিয়ে রাখতে মনোযোগী হয়ে শ্রম প্রদান করে। ফলে উৎপাদিত উন্নতমানের পণ্য বিদেশে রপ্তানি সহজ ও সুবিধাজনক হয়।

৯.সস্তায় শ্রমিক আমদানি: বাংলাদেশ জনবহুল দেশ হওয়ায় দেশের জনসংখ্যার চাপ কমানোর জন্য স্বল্প মূল্যে বিদেশে জনশক্তি রপ্তানি করে। আর আমদানিকারক দেশগুলো এই সুযোগটি কাজে লাগিয়ে সস্তায় বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি আমদানি করে। গত অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক আমদানির ক্ষেত্রে শীর্ষ দেশ হলো সৌদি আরব। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৩,৬৪৮৬৯ জন বাংলাদেশি শ্রমিক সৌদি আরবে গিয়েছে, যা মোট অভিবাসনের ৪২.৯২ শতাংশ। (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪)

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – বাণিজ্য

টপিক – ১৫ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

'ক' একটি উন্নয়নশীল দেশ হলেও পণ্য আমদানি ও রপ্তানি দুটোই করে থাকে। তার রপ্তানি পণ্যের চেয়ে আমদানি পণ্যের সংখ্যা বেশি হওয়ায় দেশটির অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব পড়ে। কাজেই রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিই 'ক' দেশটির জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

[চা, বো., চ. বো., সি. বো, য. বো. ২০১৬]

ক. WTO এর পূর্ণরূপ লিখো।

খ. শিল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়ক- ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে 'ক' দেশটির বাণিজ্যের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করো।

ঘ. "রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিই 'ক' দেশটির জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ"- তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সুমন সাহেব সৌদি আরব যাওয়ার সময় লক্ষ করলেন প্লেনের বেশিরভাগ লোক বাংলাদেশি, যারা কাজের উদ্দেশ্যে সেখানে যাচ্ছেন। তাদের সাথে আলাপচারিতায় তিনি জানতে পারলেন তাদের পরিবারের ব্যয়ভার তারাই বহন করে থাকেন। [ঢা.বো., দি.বো., সি.বো, য.বো. ২০১৮]

ক. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কী?

খ. বাংলাদেশের প্রচলিত রপ্তানি পণ্যগুলো ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত বাণিজ্যটি কোন ধরনের ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উল্লিখিত বিষয়টি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যে ভূমিকা রাখছে তার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

রুমন খবরের কাগজের একটি পৃষ্ঠায় দেখতে পেল বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পারিবারিক সদস্য দ্বারা স্বপ্ন মূলধন, ছোট ছোট যন্ত্রপাতি, কাঠামোতে কিছু শিল্প গড়ে উঠেছে।
[ঢা, বো, দি, বো, সি বো, হবো ২০১৮]

ক. ASEAN এর পূর্ণ রূপ কী?

খ. মুক্তবাজার অর্থনীতির কুফল ব্যাখ্যা করো।

গ. রুমন যে শিল্পগুলো দেখতে পেল তা গড়ে ওঠার কারণ ব্যাখ্যা করো?

ঘ. উক্ত শিল্পটির অর্থনৈতিক গুরুত্ব বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করো।

THANK YOU